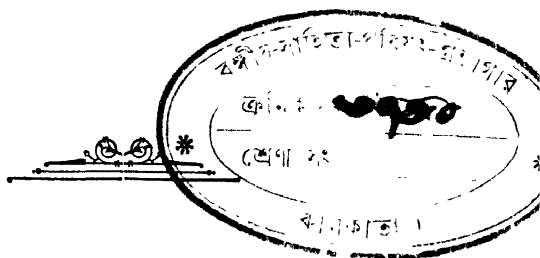
সদ্‌গোপ কুলীন সংহিতা



শ্রীমোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

সঙ্কলিত

৺কাশীধাম—

১৬ নং পাঁড়ে ঘাট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা—বিশেষ দ্রষ্টব্য।

1st to 6th Form Printed by N. Mitter at the Burdwan Press.
and the remaining portion by

PRINTER—K. C. DASS.

METCALFE PRINTING WORKS,

34, Mechuabazar Street, Calcutta.

গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান—

শ্রীজ্ঞানপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মুবং মহল্লা, বৰ্দ্ধমান।

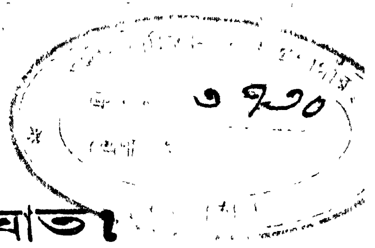
শুভার্হণা।

যস্য স্বর্গ-স্থিতস্যাপি স্মৃত্বা শ্রীপাদ-পঙ্কজম্।
এতদ্-গ্রন্থ-কৃতৌ জাতো মম দীর্ঘঃ সমুদ্যমঃ॥
তস্য সর্ব্বগুণোপেতসজ্জনাগ্র্যস্য মে পিতুঃ।
রামনারায়ণাখ্যস্য নাম্নীয়মর্হণা শুভা॥

ইতি।

তচ্চরণারবিন্দসেবকস্য

শ্রীমোক্ষদাপ্রসাদস্য।



গ্রন্থোপদ্ঘাত

সদ্‌গোপ জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুত ইহা নির্দ্ধারিত করিতে আমরা সনাতন বেদাদি গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

ঋগ্‌বেদে সমুক্ত হইয়াছে, বর্ণ চতুর্ব্বিধ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্তে কথিত হইয়াছে;—

"ব্রাহ্মণোস্য মুখ মাসীৎ
বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু যদস্য তদ্ বৈশ্যঃ
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" ॥

ঋগ্‌বেদে-পুরুষসূক্ত। ১০। ১০। ১২

সেই সর্ব্বলোকৈক-গতি পরমাত্মা পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ-যুগল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই সমগ্র মানব-সমাজ এক ব্রহ্ম-কায়। ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্ম-কায়ে মুখ; ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র চরণ। বেদের মর্ম্মই এই। ব্যথিত-হৃদয় তৃতীয় পাণ্ডবকে আশ্বস্ত করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বাসুদেব বলিয়াছেন;—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং
গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" ॥

শ্রীভগবদ্‌গীতা। ৪ অঃ ১৩ শ্লোক।

"আমি গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"

শাস্ত্রার্থ পরিগৃহীত করিয়া আমরা দেখিতেছি যে সদ্-গোপ জাতি তৃতীয় বর্ণের অন্তর্ভূত। যখন শাস্ত্রে চারিটী ভিন্ন বর্ণ নাই, তখন সদ্-গোপ জাতি কৃষি-বৃত্তিক হইয়া শাস্ত্রার্থানুসারে বৈশ্য ভিন্ন অন্য বর্ণ হইতেই পারে না। কৃষিকার্য্য, পশুপালন এবং ব্যবসায় বৈশ্য জাতিরই যে আজীব, তাহা মন্বাদি মহর্ষিগণের শাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সদ্-গোপ জাতির বিষয়ে যাহা উদাহৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত জাতির মধ্যে কোন কোন বংশে "ক্ষাত্রধর্ম্ম" গোচরীভূত

করিয়া অনেকে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিলেও মূলতঃ সর্ব্ব বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা আমরা সদ্-গোপ জাতিকে বৈশ্য বর্ণ মধ্যেই বিনিবেশিত করিতে প্রয়াসী।

"অমরাবতীর গড়" নামক স্থানের ভল্লুপাদ-বংশীয় মহাত্মারা সর্ব্বতোভাবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মেরই লক্ষণোপেত পরিলক্ষিত হন। কিন্তু একদা প্রজাপালন-রূপ রাজ-ধর্ম্মে পরিদীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রাজোপাধিক হইলেও তাঁহারা বৈশ্য-বর্ণ বলিয়াই অবধারিত ও সম্মানিত। আমরা এই সকল কারণে সদ্-গোপ জাতিকে বৈশ্য-বর্ণ-মধ্যেই পরিস্থৃত করিলাম। এতদ্ বিষয়ে মতদ্বৈধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তবে বৈশ্যবর্ণের দ্বিজত্ব সংসূচক উপবীত, এই সদ্-গোপ জাতি কেন পরিত্যক্ত করিয়াছেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা 'গড়ের" আচারবান্ সদ্-গোপ জাতির কার্য্য কলাপ সম্যক্‌রূপে বিলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা জানিবেন যে, সদ্-গোপ জাতি শূদ্র নহে। কোনও দরিদ্র সদ্-গোপ ক্বচিৎ অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া, অথবা সাময়িক রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি সংক্ষোভে নিষ্পীড়িত হইয়া আচার-বিশেষ হইতে সংভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া যাঁহারা বিনির্ণীত করিতে অভিলাষী, তাঁহারা বিচার-বিমূঢ়, ইহাই আমাদের বিনির্ণয়। সদ্-গোপ জাতি যে সর্ব্বপ্রকারেই বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূ্ত, এ বিষয়ে আমাদের সরল অভিপ্রায়ই আমরা যুক্তিমূলে এবং শাস্ত্রার্থানুসারে অভিব্যক্ত করিলাম।

পরিশেষে স্বজাতীয়গণের সমীপে আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থে আমরা আত্ম-বিস্মৃত মহোদয়বর্গের প্রতি যে সকল নীরস বাক্য প্রযুক্ত করিয়াছি, সেই সকল বাক্য তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মারক হইয়া যাহাতে তাঁহাদিগকে সেই মন্দাকিনী-সমাধার-হর-শিরঃ সমুপেত সমুচ্চ মঙ্গলালয় স্থানে পুনঃ সমধিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহাই আমাদের অভিপ্রায়। যদি কেহ তাহাতে ক্ষুব্ধ হন, তিনি যেন স্বয়ং স্বীয় পূর্ব্বগণের পরিস্ফুর পরিপূত পন্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন। অলমধিকেনেতি।

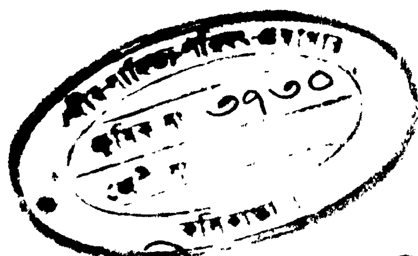
জেলা বর্দ্ধমান,
থানা রায়না সাং বোলপুর।
হাল, বর্দ্ধমান, মুরত মহল্লা।
সন ১৩২০ সাল।

বিনয়াবনত,
শ্রীগোষ্ঠদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

সূচীপত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।



সদ্গোপ কুলীন সংহিতা।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

ক্ষঙ্কেশ্বরং মহাদেবং
শিবাখ্যাংচ মহেশ্বরীম্।
দেবীং রামেশ্বরীং ভক্ত্যা
নমামি গণপং গুরুম্॥
হরিপাদাম্বুজং নিত্যং
ভবসাগর-তারণম্।
বিশ্বাশ্রয়ং শুভং রম্যং
স্মরামি সিদ্ধি-সংপ্রদম্॥

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। আমি কেবল শ্রীভগবানের পরম পাদ-পঙ্কজ সংস্মরণ করিয়া বিবিধ দুঃখ, অপমান এবং বিদ্রুপ সহ্য করিয়া স্বজাতির সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি। এই কার্য্যে প্রায় ৩৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবিশাল সদ্গোপ জাতির

সমস্ত কুলীন বংশের বিবরণ লিখিত হইল না, লিখিতে গেলে আরও অনেক সময় আবশ্যক ; সেই কারণে আট ঘর কুলীনের বংশ ও তাঁহাদের কুল-দেবতা, ও গোত্র ইহাতে লিখিত হইল। কোন কোন বংশের শাখা প্রশাখা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও সন্নিবেশিত করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণের সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, ভ্রমপ্রযুক্ত যদি কোন স্থলে কিছু দোষ হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা লিখিলে আমি তাহা সংশোধনে বিশেষ চেষ্টা পাইব। বিলম্ব হইলে আমার সাধ্যাতীত হইবে। যে মহাত্মাদের কৃপায় আমি উক্ত বিবরণগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন। আমার অনেক সন্দেহ অন্যের দ্বারা মিটাইতে হইয়াছে। অতএব প্রার্থনা, যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন ও কোন ভুল দেখেন, তবে তাহা আমাকে লিখিলে আমি আনন্দের সহিত তাহার সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবার কারণ।

এই কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি হইবার কারণ,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ থানার সামিল এওয়াড়া গ্রামে স্বর্গীয় রামদয়াল হাজরা মহাশয়ের বাটীতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমার পঠদ্দশা; সংসারের ও সমাজের বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না; এরূপ কুটুম্বিতায় পূর্ব্বে কখনও যাই নাই। অনেক স্বজাতীয় কুলীন ও মৌলিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানের প্রথানুসারে শ্রাদ্ধের পরদিন রাত্রে ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করাইয়া যে অন্নযজ্ঞ হয়, সেই যজ্ঞে অগ্রে কাহাকে অন্ন দেওয়া হইবে, এই লইয়া মহা গোলযোগ ও বিতণ্ডা হইতে হইতে রাত্রি প্রভাত প্রায় হয়, কাক কোকিল ডাকিতে

জাগিল, তথাপি গোলযোগ থামিল না। ঐ বিবাদের কারণ তত্রত্য জনৈক ভদ্রলোক প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া উহা কি উপায়ে মীমাংসিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে আরও শুনিলাম যে, এ বিবাদ শ্বশুর জামাতায় হইতেছে। আমি শ্বশুরকে বলিলাম, "মহাশয় আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ ভদ্রলোকটী কে?" তিনি গোপনে নম্রভাবে কহিলেন "ইনি আমার জামাই।" পরে জামাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় আপনার প্রতিপক্ষ ইনি কে?" তিনি বিরক্তি সহকারে অতি রুক্ষভাবে উত্তর করিলেন "ও আমার শ্বশুর'। আমি আর কিছু না বলিয়া অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোক মহাশয়দিগকে করযোড়ে বিনয়ের সহিত কহিলাম, "মহাশয়গণ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার একটি নিবেদন শুনেন, তবে অনুমতি করিলে আমি তাহা বলি"। তাঁহারা সকলেই আমার বিনয়াতিশয়ে হৃষ্ট হইয়া আমাকে বক্তব্য বিষয় বলিতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁহাদের আদেশ পাইয়া বলিলাম, "রাত্রি শেষ হইয়া যায়, বোধ হয় ভগবান কাহারও কপালে আহার লিখেন নাই। এমন বৃহৎ যজ্ঞ পণ্ডপ্রায়, শ্বশুর জামাতায় বিবাদ, এটা কি মিটে না? এটা মিটান অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্বশুর বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ কুলীন। জামাই যদিও শ্বশুর অপেক্ষা কিছু বড় কুলীন হইতে পারেন, তথাপি যখন শ্বশুর বয়োজ্যেষ্ঠ, তখন তিনি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ জামাইয়ের পূজনীয়। এই সামান্য বিষয়ে বিবাদ করিয়া কাজ পণ্ড করায় কেবল নীচ জাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। অতএব মহাশয়দিগের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, এই মূঢ়কে ত্যাগ করিয়া এই বৃদ্ধ মহাশয়ের সম্মান রাখিতে অনুমতি দিলে বড় ভাল হয় ও কৃতীর কার্য্য সফল হয়।" এই বলায় সকলে আহ্লাদিত হইয়া বৃদ্ধের সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহারই পাতে সর্ব্বাগ্রে অন্ন দিবার অনুমতি করিলেন ও সকলেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধ আপন দক্ষিণ পার্শ্বে আমাকে বসাইয়া আনন্দের সহিত কথা কহিতে কহিতে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আহার করিতে করিতে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পূজনীয় স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়কে অবগত করায় তিনি আমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সদ্গোপ জাতির কৌলিন্য সম্বন্ধে ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে সদ্গোপ জাতির কুটুম্বিতা

সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনাইলেন ও আমাদের বংশের পরিচয় ও অন্যান্য বংশের বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন।

পর বৎসরে উপরি উক্ত এওয়াড়া গ্রামে স্বর্গীয় রামদয়াল হাজরা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধে আবার আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, যজ্ঞের সময় যেরূপ ঘটনা উপরে উল্লেখ করিয়াছি সেইরূপ ঘটিয়াছিল, কিন্তু এ ঘটনা শ্বশুর জামাতায় নহে, অপর কুলীন যুগলের দ্বন্দ্ব। পর দিন প্রাতে যৎকালে সকলের বিদায় হয়, তখন কুলীন বিদায়ের সময়ে ঐ সভাতে ভয়ানক বিবাদ হইয়াছিল। তাহাও আমি বহু ক্লেশে মিটাইয়া ছিলাম। সে বিবাদ "খুড়া ভাইপোতে" হইয়াছিল। তাহাতে খুড়ার অনাচিত 'হাড়ি চণ্ডালী' পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, "সভার মধ্যে খুড়ার এই অপমান অতীব গর্হিত"। এবং খুড়ার অপমান অসহ্য মনে করিয়া ভাইপোকে সভা হইতে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করায় সকলেই আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। আমি তদবধি সদগোপ জাতির কৌলীন্য বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে সর্ব্বতোভাবে অভিনিবিষ্ট হই, এবং প্রায় ৩৪ ৩৫ বৎসর যাবৎ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়া এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। আমার এই অনুসন্ধান কালে আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, এবং বহু স্বজাতীয় মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছি। সদ্‌-গোপ জাতির ভীষণ কুল-বনে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবাকৃতি অনেক পশুও দেখিয়াছি, তাঁহারা এতদূর জাত্যভিমানী যে আপনাদিগকে মহামান্য উচ্চবংশীয় মনে করেন, এবং অহঙ্কার বশতঃ মৌলিক সদ্‌-গোপ হইতে আপনাদিগকে উচ্চতর ভিন্ন জাতি বলিয়াই ভাবেন। এই জাতির মধ্যে কি কুলীন কি মৌলিক, অনেকেই দরিদ্র ও কৃষিজীবী এবং নিরক্ষর, এই হেতু অনেক কুলীন মহাশয় গরিব ও মূর্খ কৃষিজীবী স্বজাতিগণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাদিগকে আপনাদিগের আসনে বসিতেও দেন না, ও সময়ে সময়ে হুঁকাও দেন না। তাহাদের বাটীতে কোনও সামাজিক কার্য্য হইলে, তাঁহারা কেবল দর্শনী লইয়া চলিয়া আইসেন। ইহা প্রচলিত প্রথা হইলেও, এই বিষয়ে কুলীন মহাশয়গণের সমীপে আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, স্বজাতির সামাজিক রীতিনীতির উন্নতি সাধন ও জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে হইলে, সেই দরিদ্র নিরীহ উদার প্রকৃতি কৃষিজীবী স্বজাতিকে ইতর জাতি জ্ঞানে অনাদর না করিয়া তাহাদিগকে

আত্মীয় বলিয়াই সাদর সম্ভাষণে, সমাজ বিরুদ্ধ তাহাদের কোন আচার ব্যবহার থাকিলে তাহা শনৈঃ শনৈঃ সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সম্বর্দ্ধিত হয় তাহারই সবিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা একবারও ইহা ভাবেন না যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট তাঁহারা কুলীন বলিয়া সম্মানিত, তাহারা তাঁহাদের সম্মান না করিলে তাদৃশ সম্মানের সীমা কোথায় অবস্থান করিত। স্বজাতীয় সরল চিত্ত কৃষিবৃত্তি মহাশয়গণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কৌলীন্যের পরিচায়ক হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে কোন কোন দরিদ্র কুলীন সদ্-গোপ বংশও ধনী মৌলিক সদ্-গোপ মহোদয়গণের নিকটে অমুক গ্রামের "চাষা" বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যবহার কদাপি সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; স্বজাতীয়গণ দরিদ্র হইলেও সম্মানার্হ। স্বজাতীয় নিরক্ষর দরিদ্র কৃষি-বৃত্তিকদিগকে সম্মানিত করা এবং সদুপদেশ দেওয়া বিধেয়; তাঁহাদের দ্বারাই সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়া "চাষা" এই শব্দ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন পূর্ব্বক ভ্রুভঙ্গিতে স্বজাতীয় নিঃস্বগণকে অবজ্ঞায় পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। 'সদ্ গোপ কুমার" সন্তানদিগের মধ্যে অভিনব অভিমান বদ্ধমূল ; কুমার উপাধিধারিগণ মনে করেন, তাঁহারা মৌলিক কৃষিজানী সদ্-গোপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহা তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন। "কুমার" সন্তানগণের পরিচয় এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় তাঁহারা স্বয়ং অপরিজ্ঞাত, অথচ তাঁহারাই ঘোর কৌলীন্য-অভিমানী।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

অমরার গড়। বর্দ্ধমান জেলায় মানকর গ্রামের নিকট "অমরার গড়" নামক এক স্থান আছে। কলপ্রায় প্রাচীন অমরার গড়" অমরাবতীর গৃহ (গৃহ-স্বর-গড় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বনে বনে একদা ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, একটী দেবমন্দির, তন্মধ্যে দশভূজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মাকে দর্শন করিয়া আমার মনে বড়ই ভক্তির সঞ্চার হইল, আমি মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম, মা আমার প্রতি সদয়া হউন, সদয়া হউন। এইরূপে প্রার্থনা করিতে করিতে অকস্মাৎ কে যেন আমাকে বলিলেন "নিকটে পার্ব্বতী আছে, তাহার কাছে যাও, সমস্ত পাইবে"। আমি মাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি, পথিমধ্যে একটী শিবমন্দির দেখিলাম, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে স্তব স্তুতি করিয়া তথা হইতে গমন করিলাম, অনতিদূরে সম্মুখে একটী বাটীর চতুর্দ্দিকে কতকগুলি শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির দেখিলাম। ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেক মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করিলাম, এবং পার্ব্বতীকে দর্শন জন্য চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটী বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা তুমি কে, কাহাকে খুঁজিতেছ ?" আমি তাঁহাকে আপন পরিচয় না দিয়া বলিলাম "মা পার্ব্বতী কোথায়" ? তিনি হাসিতে হাসিতে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন "বাপ তিনি এই বাটীর কর্ত্তা, তিনি এখনই ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিবেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিই"। কিছুক্ষণ পরেই কর্ত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সকল ঠাকুরগৃহে প্রণাম করিয়া আমার নিকট আসিলেন। আমি তাঁহাকে পার্ব্বতী মনে করিয়া প্রণাম করিলাম, তিনি আমার নিকট বসিয়া আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া পরে আমার পরিচয় পাইয়া আমার সমাদর করিলেন। তিনি যত্ন সহকারে আমার আতিথ্য সৎকার করিলেন, মায়ের আদেশে পার্ব্বতীকে

দর্শন করিয়া আমার মন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল, আর অন্য কথা না কহিয়া আমার মনে যাহা চিরবাসনা, তাহার সম্বন্ধেই যাহা কিছু সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন ও প্রফুল্ল মনে আমার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইল। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রা হইল না। মনে নানা চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুনরায় পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আর যাহা কিছু পাইলাম, সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে আমাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবের দর্শনার্থে কাঁকসা গ্রামে গমন করিলাম। তথায় মহাদেবের পূজা অর্চ্চনা করিয়া মহাদেবের পূজারীর বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট যাহা কিছু উক্ত ঠাকুরের ও কাঁকসা বংশের বিষয় সন্ধান পাইলাম, তৎ সমস্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে কিছু প্রণামী দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট উক্ত দেবালয়ের, ঠাকুরের ও পুজারীদের বিবরণ সংগ্রহ করিলাম এবং বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে জানিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। বাটী আসিয়া যখন লিখিতে আরম্ভ করিলাম তখন মনোমধ্যে নানা গোলযোগ উঠিতে লাগিল, সন্দেহ হইল, যে দশভুজা ও পার্ব্বতীকে দেখিলাম তাঁহারা কে? অনুসন্ধানে জানিলাম পার্ব্বতী আমার স্বসম্পর্কীয়। তাঁহাকে সেই পরিচয় দিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি আমার পত্র পাইয়া যাহা জানিতেন এবং আমাকে পুর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্ত পুনরায় পত্রের দ্বারা অবগত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পত্র পাইয়া "কুলচি" =(কুল+চি+কি, অধিকরণে) লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিয়ৎকাল পরে আবার কতকগুলি সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইল। তাহা ভঞ্জন জন্য আমি মায়ের নিকট পুনরায় যাইলাম। তিনি পার্ব্বতীকে পুনরায় দেখাইয়া দিলেন। মা, শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবী। পার্ব্বতী, অমরাবতীর গড় নিবাসী স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায়। কতিপয় বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমি পুজনীয় পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার সমীপে যাই, তখন তাঁহার পুত্রেরাও আসিয়া আমাকে যথোচিত সম্মান করিয়া নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পুজনীয় রায় মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহে ভালকি, সিহড় ও

কাঁকসা। এই তিন বংশের বিবরণ, ও উক্ত তিন বংশের আদান প্রদান জন্য রাজা মহেন্দ্রেরই গঠিত অপর পাঁচ ঘর কুলীন বংশেরও মূল পরিচয়, উক্ত পূজনীয় মহাত্মার নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত রায় মহাশয় দয়া, দাক্ষিণ্য ও সৌজন্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার শান্ত-মূর্ত্তি, উদার প্রকৃতি ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তিনি যে শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রী শিবাখ্যা দেবীর কৃপাপাত্র ছিলেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়। তিনি সর্ব্ব বিষয়েই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সদ্‌গোপ কুলীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার যতদূর জানা ছিল তাহা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তরে আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুত মুনীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এ বিষয় বিশেষ জ্ঞাত থাকায় অনুগ্রহ করিয়া আমার সকল সন্দেহ নিরাকরণে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার সমীপেও আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

হুগলী জেলার ধনেখালি থানার অধীন গুড়বাড়ী নিবাসী স্বর্গীয় কালীচরণ রায় চৌধুরী ও নীলমণি রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় কাঁকসা বংশের সম্পূর্ণ বিবরণ তাঁহাদের বাটীর কুলচি দৃষ্টে লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবের পুরোহিতের দ্বারা ও ৺ পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে রাজা কঙ্ক সেনের বংশের পরিচয় যাহা পাইয়াছি তাহাও ইহাতে লিখিত হইল।

বিলাসপুর।—কাঁকসার উত্তরে আড়াই ক্রোশ দূরে। বিলাসপুর নিবাসী কাঁকসার কুমার বংশীয় শ্রীযুত রাধানাথ কুমার মহাশয়ের নিকট যাইয়া তাঁহার বংশের পরিচয় লইয়াছি।

এই প্রকারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা আমার পরম বন্ধু মন্তেশ্বর থানার অধীন কালুই নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ের কথোপকথন হইতে হইতে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার "কি প্রয়োজন" জানিতে অভিলাষী হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে বর্দ্ধমান জেলার সদ্‌গোপ জাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে আমি নিযুক্ত হইয়াছি, সেই জন্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তখন তিনি সন্তোষ সহকারে, স্বীয় উর্দ্ধতন দশ পুরুষের নাম বলিয়াছিলেন, অপর কুলীন মহাশয়দের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "আমি

কিছু জানি না"। তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি এ বিষয়ে বিশেষ জানিবার জন্য মঙ্গেশ্বর থানার অধীন চন্দ্রপুর নিবাসী হরিদাস কুমার ও রামনারায়ণ কুমার মহাশয়দের নিকট যাইতে পারেন। যদি কিছু বলিতে পারেন তবে ইঁহারাই পারিবেন, নচেৎ অনর্থক কেন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কেহ কিছুই জানেন না। বড়ই দুঃখের বিষয় গত ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসে হরিদাস বাবুর পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে।

ঐ অঞ্চলে যে সকল কুলীন সদ্‌গোপ-পুঙ্গব বাস করেন তাঁহাদের রীতি নীতি প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদের কুলীন জনোচিত সদ্‌গুণাবলী একবারে বিলীন প্রায় হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব এক্ষণে অকারণ অভিমানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় এই যে, কোন সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডে তাঁহারা সচরাচর যেরূপ আচরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদিগকে কি অবিধানে অভিহিত করা যায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীলোকগণের, এমন কি যাহারা অতি দীনহীনা, তাঁহাদেরও সৌজন্য, সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী ও আদর্শ রমণী বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

সিহড়—বিখ্যাত সিহড় বংশীয় কুলীনবর্গের পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া উক্ত বংশীয় কুলীন জন-সমাজে সুপরিচিত জেলা বীরভূম, থানা দুবরাজপুরের অন্তর্গত পদুমা নিবাসী মান্যবর শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ সিংহ রায় মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া দেখিলাম— তিনি স্বীয় কুলগৌরবে এতদূর বিহ্বল যে তাঁহার আদি পুরুষ ও কুলদেবতার নামকরণ দূরে থাকুক, এমন কি, তিনি নিজ ঊর্দ্ধতন ৪।৫ পুরুষের নাম পর্য্যন্তও বলিলেন না। আমি বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সিহড়বংশের যে বিশ্বাসযোগ্য "কুলচি" প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে উক্ত মহাত্মার ধারাবাহিক কোন পরিচয় দৃষ্ট হইতেছে না।

৺ পুজার পর (১৩১৮) শ্রীযুত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব সি, আই, ই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কথায় কথায় আমাদের জাতি সম্বন্ধে ও ক্ষত্রিয় জাতির ও অন্যান্য জাতির বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তিনি ক্ষত্রিয়

জাতির বিষয়ে রিপোর্টার, সেইহেতু তাঁহার সহিত সময় সময় অনেক বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইত। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কির্ণাহার ও খটঙ্গর গ্রাম কোথায় জানেন"? তাহাতে তিনি আমাকে এই দুই গ্রামের বিষয় বলিয়াছিলেন।

শিশুনাগ বা শুশনে।—পরে শুশনে বংশের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন বাগাশন গ্রামের তদ্বংশজাত স্বনামখ্যাত কুলীন প্রবর বাবু বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

খটঙ্গর—পরে বীরভূম জেলার খটঙ্গর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল রায় মহাশয়কে (যিনি খটঙ্গর বংশধরের মধ্যে একজন বিশেষ বিজ্ঞ প্রধান কুলীন বলিয়া পরিচিত) লিখিয়াছিলাম, তিনিও উত্তর দেন নাই।

কির্ণাহার—বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন চন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু তারিণীপ্রসাদ রায় মহাশয় উক্ত থানার মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে 'দিব দিচ্ছি' বলিয়া নানা রকম ভাণ করিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন। স্বীয় কুল পরিচয় তিনি কোন মতেই দিলেন না, বহু নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কেবল নিজ গোত্র "আলিম্যন" ইহা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে তিনি বংশগত কুলীন কি নামতঃ কুলীন ইহা অনেকেই জানিতে পারেন না।

তদনন্তর বীরভূম জেলার থানা লাভপুরের অন্তর্গত কির্ণাহার গ্রামের শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে লিখিলাম, তাঁহার পত্রোত্তর অতি দুর্ব্বোধ্য। তাঁহাকে বিশদভাবে লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া সে পত্রের উত্তর আজি পর্য্যন্ত দিলেন না।

চন্দ্রপুর শ্রীরামনারায়ণ কুমার।—শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবের, শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবীর ও শ্রীশ্রী৺ রামেশ্বরী দেবীর কৃপায় দুইজন সদাশয় মহাত্মার সন্ধান পাইলাম। তাঁহারা উপরোক্ত মন্তেশ্বর থানার অধীন চন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুত রামনারায়ণ কুমার ও হরিদাস কুমার। ইহাঁদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পত্র দিয়াছিলাম, তাঁহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত আটঘরের আদি পুরুষের নাম কতক কতক লিখিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম

তাহার সহিত ঐক্য না হওয়ায় আমার যে সমস্ত সন্দেহ হইয়াছিল তাহাও তাঁহারা কৃপা করিয়া ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত নিরহঙ্কার, উদার স্বভাব ব্যক্তি প্রায় দৃষ্ট হয় না। আমি তাঁহাদের উভয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞত পাশে বদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা ঠাকুরদাস পালিতের লেনের ১৩ নং বাটী নিবাসী পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু নীলমণি কুমার (কাঁকসার কুমার) মহাশয়ের সহিত সময় সময় সদ্‌গোপ জাতি সম্বন্ধে নানা কথোপকথন হইত। একদা আমি তাঁহাকে এ বিষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমিও এ বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কিছুই করিতে পারি নাই; তুমি যাহা কিছু পাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট, ইহার অধিক আর এখন আশা করা যায় না, আরও কিছু দিন গত হইলে ইহাও পাওয়া যাইবে না। তুমি ইহাই মুদ্রিত কর"। আমার আগ্রহ দর্শনে তিনি আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। পূজনীয় নীলমণি বাবু একজন কাঁকসার কুমার বিধায় দুই একবার শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে কাঁকসা গ্রামে গিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার জজ আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়কে এ সম্বন্ধে লেখায় তিনি আমাকে জাতি সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আজ পর্য্যন্ত কিছুই লেখেন নাই। বোধ হয় তাঁহার অবসর না থাকায় লেখেন নাই।

পশ্চিমকুল।—পশ্চিমকুল সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করা যায় অপর যে যাহা বলেন তাহা কেবল "আঁধারে পা ফেলা"। এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলনে এবং সূক্ষ্মভাবে সকল বিষয় পর্য্যালোচনে অনেক সময়ে কেবল সন্দেহই বর্দ্ধিত হয়, এতদ্ব্যতিরেকে সঙ্কর্ষণের সঙ্কর্ষণে এই ক্ষুদ্র জীবন-বুদ্‌বুদ সম্যক্ ধাবিত। বৃথা সময় ক্ষেপ অবিধেয় সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইয়াছি।

পূর্ব্বকুল।—পূর্ব্বকুল সদ্‌গোপ সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাও লিখিতেছি। কলিকাতা করপোরেসান ষ্ট্রীট ৬৮ নং বাটীর মালিক রায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর (Retired Subjugde) অবসর প্রাপ্ত সবজজ মহাশয়ের কাছে জ্ঞাতব্য জানিতে ইচ্ছা করায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন

ও লিখিয়াছিলেন তাহাই পশ্চিম কুলীন সদ্‌গোপ সংহিতায় লিখিলাম। তিনি কিছু বিশেষ বলিতে পারেন নাই। ইনি একজন পুর্ব্বকুল বংশধর। ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞত.পাশে বদ্ধ আছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সদ্‌গোপ জাতি বৈশ্য।

সদ্‌গোপ জাতি বৈশ্যবর্ণ তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সন ১৯১০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাইয়াছি। তাহা এই—

No. 18

From Mokhoda Prosad Rai Choudhuri
Ethnographical Correspondent, Burdwan.

To

L. S. S. O'Malley I. C. S.,
Superintendent of Census Operations, Bengal
Dated, Burdwan, the 1st December 1910.

SIR,

In continuation of my letter No. 6 dated 6th November 1910 para 5 which I have already written to you I beg to submit a brief note supported by texts quoted from Hindu Shastras to establish that the Satgopes belong to the "Vaishya" caste. A caste is known by the occupations it follows and it will be seen from the texts quoted below that the occupations allotted to the Vaishya in the Shastras are exactly those which have

all along been followed by the "Satgopes". People of the Banik and other castes, who may be sub-vaishyas, follow one or other of those avocations, but not all, while the "Satgopes" alone follow all of them. This unmistakably proves that the "Satgopes" belong to the Vaishya caste.

"বৈদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ"

মনু ১০।৪০

A caste is known by the occupations it follows. Manu 10–40.

"The Vaishyas earn their livelihood by rearing cattle, doing agricultural works and by commerce or trade". Manu 10–79.

Do 10–80

Do. Do. Harit Sanhita 2–6

"The principal avocations of Vaishyas are the enjoyment of interest derived from money or paddy lending business, agricultural works, trade and rearing cattle".

Yajuabalkya Sanhita 1–119

& Vaishya Sanhita Ch. ii

"Rearing Cattle, trade and agriculture are the avocations of the "Vaishyas".

Parasara Sanhita 1–60

"The Vaishyas earn their livelihood by agriculture, rearing cattle and trade"

Mohabharat Santi Parva Ch. 77 Sl. 15.

"Agriculture, rearing of cattle and trade are the avocations allotted to the "Vaishya" according to their nature".

Bhagbat Gita Ch. 18 Sl. 48.

And Srimadbhagbat Skanda X Ch. 24 Sl. 20 and 21.

2. From a perusal of the above authoritative texts there is no reason for doubt that the "Satgopes" belong to the Vaishya class and I beg most respectfully and humbly to solicit the favour of your classifying the "Satgope" caste as such in the next census.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient Servant

Sd/. Mokhoda Prosad Rai Choudhuri

Officer incharge of Ethnographical

Enquiries, Burdwan.

No. 1959 c.

From

L. S. S. O'Malley, Esq., I. C. S.,

Superintendent of Census Operations, Bengal.

To

Babu Mokshada Prosad Rai Choudhuri

Ethno-graphical Correspondent, Burdwan.

Dated Calcutta the 14th December 1910.

Sir,

With reference to your letter No 18, dated the 1st instant, I have the honor to say that there will be no classification of castes according to precedence at the coming census.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient Servant,

Sd/. L. S. S. O'Malley

Superintendent.

বেঙ্গল সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সন ১৯১০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১২২০ নং সারকুলারের মর্ম্মানুসারে সদ্‌গোপ জাতির সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল, সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে পুনরায় সদ্‌গোপ জাতি যে বৈশ্যবর্ণ তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সদ্‌গোপ জাতিকে বৈশ্যবর্ণ ভুক্ত করিবার জন্য সন ১৯১০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে যে চিঠি লেখা হয় সেই চিঠির ও উক্ত সাহেবের উত্তরের মর্ম্ম বাঙ্গলা ভাষায় দেওয়া হইল। যথা—

সদ্‌গোপ জাতি যে বৈশ্যবর্ণ ভুক্ত তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। যে সকল বৃত্তি শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যবর্ণের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা সদ্‌গোপ জাতি ভিন্ন, অন্য কোন জাতির নাই অর্থাৎ যাঁহারা বৈশ্য বলিয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈশ্যের ৪টী বৃত্তির মধ্যে কোন জাতি ১টী কোন জাতি ২টী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্‌গোপ জাতিই কেবল বৈশ্যের চতুর্ব্বিধ কার্য্য করিয়া থাকেন; ও সকলকেই উহা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে সদ্‌গোপ জাতি যে বৈশ্য জাতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

যথা—

১। বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

মনু ১০। ৪০

অর্থাৎ জাতি কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞেয়।

২। বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।

মনু ১০। ৭৯

অর্থাৎ পশু পালন, কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্যের উপজীবিকা।

৩। বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু।

মনু ১০। ৮০

অর্থাৎ বৈশ্যের পক্ষে বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, ও কুসীদ এই সকল বৃত্তিই প্রশস্ত।

৪। গোরক্ষাং কৃষি বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।

হারিত সংহিতা ২। ৬

অর্থাৎ বৈশ্য যথাবিধি গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে।

৫। কুসীদ কৃষি বাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃস্মৃতম্।

যাজ্ঞবল্ক্য সং ১। ১১৯

অর্থাৎ কুসীদ ভোগ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং পশু পালন বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম স্মৃত হইতেছে।

৬। গবাঞ্চ পালনং বাণিজ্যং কৃষি কর্ম্মাণি বৈশ্য বৃত্তিরুদাহৃতা।

পরাশর সং ১। ৬০

অর্থাৎ গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের ব্যবসায়।

৭। কেকয় রাজ বলিলেন আমার রাজ্যে বৈশ্যগণ,

কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য মুপজীবন্ত্য মায়য়া।

অপ্রমত্তাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।

শান্তিপর্ব্ব ৭৭ অঃ ২৫

অর্থাৎ অকপটে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

উক্ত পর্ব্বে ৭৮ অঃ। ২ ভীষ্ম কহিলেন ব্রাহ্মণগণ,

অসক্তঃ ক্ষত্র ধর্ম্মেণ বৈশ্য ধর্ম্মেণ বর্ত্তয়েৎ।

কৃষি গোরক্ষামাস্থায় ব্যসনে বৃত্তি সংক্ষয়ে॥

অর্থাৎ ক্ষত্রধর্ম্মে অসমর্থ ব্রাহ্মণ বৃত্তিক্ষয়রূপ ব্যসন উপস্থিত হইলে কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈশ্য ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।

গীতা ১৮। ৪৪

অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবতঃ ধর্ম্ম।

৯। বর্ত্তেত ব্রাহ্মণোবিপ্রো রাজন্যোরক্ষয়াভুবঃ।

বৈশ্যস্চ বার্ত্তয়া জীবেৎশূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥

কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।

বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্রবয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ২৪ অঃ। ২০। ২১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী শাসন, বৈশ্য বার্ত্তা, এবং শূদ্র দ্বিজসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক। বার্ত্তা চারি প্রকার কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, এবং কুসীদ। এই সমস্ত সদ্‌গোপ জাতিই করিয়া থাকে।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা আমার প্রার্থনা যে সদ্‌গোপ জাতিকে আগামি সেনসেসে বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

সেনসাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়্যালি সাহেবের উক্ত চিঠির উত্তর।

আগামী সেনসাসে জাতি সম্বন্ধে কোনও শ্রেণী বিভাগ হইবে না।

আমি অতি বিনতির সহিত পূজনীয় সদ্‌গোপ জাতির মৌলিক ও কুলীন মহোদয়গণের হস্তে আমার অনেক পরিশ্রমের "সাগর ছেঁচাধন" সমর্পণ করিতেছি, সকলে কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সফল মনে করিয়া চরিতার্থ হইব।

সদ্‌গোপ মৌলিক মহাশয়দের পরিচয় সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ নাই, তাঁহারা আপনা আপনি সকলে এক ও স্বাধীন, তাঁহাদের পরস্পর জাত্যভিমান নাই ও অহঙ্কারও নাই। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা ধনী ও শিক্ষিত তাঁহাদের কথা বলা বাহুল্য। ধনী ও শিক্ষিত লোকে ও দরিদ্র অশিক্ষিত লোকে যেমন হইয়া থাকে, তাঁহারাও তাহাই জানিবেন। কতকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায় সদ্গোপজাতি শিক্ষায় ও ধনে গর্ব্বিত হইয়া স্বধর্ম্ম বৈশ্যবৃত্তির প্রতি একবারে লক্ষ না করিয়া সমাজের পুষ্টিকর ও প্রাণভূত শিক্ষাবিহীন নিঃস্ব স্বধর্ম্ম নিরত কৃষিজীবী স্বজাতীয়গণের প্রতি "চাষা ইত্যাদি" অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের নিজেরই মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র। কারণ ইহাতে অন্যান্য সমাজ হইতেও নিজ জাতিগত গৌরব নষ্ট হইতেছে। চাষ বৃত্তি ও হলচালন প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তি ইহা পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, চাষবৃত্তি অতি গৌরবের বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই বর্ণশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বরঞ্চ অশিক্ষিত কৃষিজীবী সদ্‌গোপগণই আজ পর্য্যন্ত যে নিজ বৈশ্যধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন ইহাই গৌরবের বিষয়। আমাদের বিবেচনায় ইহারাই বৈশ্য জাতির সম্মানার্হ।

যথা—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

গীতা ৩ অঃ ৩৫ শ্লোক।

অর্থ—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভল্লুপাদ উপাখ্যান।

বঙ্গীয় সদ্‌গোপের পরমপূজ্য রাজা ভল্লুপাদ ঋক্ষ-গহ্বরে কিরূপে নিহিত ছিলেন, এই প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। এতদ্ বিষয়ে হস্তলিখিত কোনও গ্রন্থ পাই নাই, তবে নহমুলা জনশ্রুতিঃ যাহা বলেন তাহাই উক্ত হইতেছে।

কিংবদন্তী (Tradition)

সরযূতীরের (অযোধ্যার) জনৈক নরপতি গঙ্গাসাগর ও পুরুষোত্তম দর্শন করিবার জন্য আপন রাজধানী হইতে বাহির হইয়া ৪৪২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে মানকর ষ্টেশনের উত্তর ৫। ৬ মাইল দূরে অরণ্যের নিকট বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিতে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্বে তখন জঙ্গল ছিল। রাজার ছাউনির অনতিদূরে বনমধ্যে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। নরপতি সস্ত্রীক গমন করিতে ছিলেন, রাজ্ঞী তৎকালে গর্ব্ভবতী ছিলেন। তিনি ঐ স্থানে আসিলে গর্ব্ভভারে একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রসব বেদনায় অস্থির হন এবং উক্ত শিবির মধ্যে তাঁহার একটি সন্তান প্রসব হয়। ভবিতব্যতার অমোঘতা প্রযুক্ত তিনি সদ্যোজাত শিশু সন্তানকে মৃত জ্ঞান করিয়া ঐ জঙ্গল মধ্যে ত্যাগ করেন। উক্ত শিশু ঐ জঙ্গলের ঋক্ষকর্ত্তৃক রক্ষিত ও ঋক্ষস্তন্যদুগ্ধপান করিতেন। একদিন সূর্য্যের প্রখর কিরণে ভল্লুকী শিশুকে স্বস্ত দুগ্ধ পান করাইতে ছিল, এবং একটি প্রকাণ্ড সর্প শিশুর মস্তকের উপর আপন ফণাদ্বারা সূর্য্য কিরণ আবৃত করিতে ছিল। এমন সময়ে একজন কাঠুরিয়ার পত্নী এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া আশ্রমস্থ সন্ন্যাসীকে সংবাদ দেওয়ায় উক্ত সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ

তথায় গমন করিয়া ঐ আশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্টি করেন ও শিশুকে লইবার জন্য চেষ্টা করেন। ভল্লুকী, সন্ন্যাসী ও কাঠুরিয়া পত্নীকে দেখিয়া শিশুকে লইয়া গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করে। সন্ন্যাসী বহু যত্ন ও কৌশল দ্বারা শিশুকে ঋক্ষগহ্বর হইতে বাহির করিয়া রাজলক্ষণ-যুক্ত দেখিয়া ও ধ্যানযোগে রাজবংশোদ্ভব জানিয়া নিজ আশ্রমে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; ক্রমে বালক বড় হইতে লাগিল ও তাহার কথা স্ফুট হইতে আরম্ভ হইল। পরে সন্ন্যাসী তাহার যথাবিধি সংস্কার করাইয়া, বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যা ও রাজধর্ম্মাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বালক একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান ও বীর হইয়া উঠিলেন। ইনি ভল্লুকী দ্বারা রক্ষিত ও পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া সন্ন্যাসী ইহার নাম ভল্লুপাদ রাখিয়াছিলেন। ভল্লুপাদ, ঋষির আশ্রমে থাকিয়া ও তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার আশ্রমের নিকটস্থ অনেক স্থান আপন হস্তগত করিয়া, ঋষির আজ্ঞানুসারে ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া "ভাল্কী" নামে তাহার আখ্যা দিয়াছিলেন, তদবধি উক্ত স্থানের নাম "ভাল্কী" হইয়াছে।

"সদ্‌গোপ সুহৃদ" নামক এক মাসিক পত্র শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। ঐ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩১০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসিক ৪র্থ সংখ্যায় ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্‌মহারাজ ভল্লুপাদ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অমরাবতীর গড়ের কুলোচিত "কিংবদন্তী" (কুলচি ও কিংবদন্তী) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভল্লুপাদরাজের আখ্যায়িকা উপর্য্যুক্ত-বর্ণিতা প্রাচীন কিংবদন্তীমূলা। উহা বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সদ্‌গোপ জাতির চূড়ামণি ও পূজনীয় অমরার গড় নিবাসী স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের ও তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। ইহাঁরা উক্ত বংশের কুলচিনামা ও শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবীর গাথাবলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অবগত হইয়াছিলেন। পরম পূজনীয় পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় ৮১ বৎসর বয়ঃক্রমে সন ১৩১১ সালের ২রা মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি উক্ত পুঁথি ও কুলচি-নামা অতিশয় জীর্ণ হওয়ায় পুরোহিত কালীচরণ মিশ্রকে পুনঃ সংস্কার জন্য ১২৯১।৯২ সালে দিয়া ছিলেন। পুরোহিত মহাশয় সংস্কার সম্পূর্ণ না করিতে করিতে পরলোক গমন করায়, উক্ত পুস্তক পাওয়া যায় নাই। পুরোহিত বংশধরেরা উক্ত পুঁথির

বিষয়ে অনভিজ্ঞ। উক্ত রায় মহাশয়ের যতদূর স্মরণ ছিল তাহা তিনি আমাকে তাঁহার মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ভাস্কী সিহড় ও কাঁকসা বংশের বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সন ১৩১৬ সালের ১৮ই কার্ত্তিক অমরারগড় নিবাসী কাশীনাথ রায় ও মোহিনীমোহন রায় প্রভৃতি কয়েকজন যে "বঙ্গীয় কুমার সম্প্রদায়" বলিয়া, একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে H. L. Kumar Bar at Law যে কমেণ্ট (কারিকা) করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে অবগত করায় শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় মদুক্তির সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত রায় মহাশয়দের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবীর মন্দিরে যে গাথাবলী (পুঁথি) ও এই জাতির কুলচি ছিল তাহাতে লিখিত ছিল যে, সিহড় ও কাঁকসার আদি পুরুষ, রাজা ভল্লুপাদের বংশধর নহে, উঁহারা মহাত্মা রাজা মহেন্দ্রের দুই জামাতা ছিলেন। প্রথমা কন্যা যমুনার সঙ্গে শিবাদিত্যের ও দ্বিতীয় কন্যা কালিন্দীর সহিত প্রতাপাদিত্যের বিবাহ হইয়াছিল। অতএব সিহড় ও কাঁকসা বংশীয়েরা রাজা ভল্লুপাদের সন্তান নহে। ভল্লুপাদের বংশধরেরা "রায়" বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের রায় শব্দ সংস্কৃত রাজ শব্দ হইতে সমুদ্ভূত এবং রাজ শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট। ইঁহাদের বংশাবলী ও গাথাবলীতে "কুমার" উপাধি আছে বলিয়া উল্লেখ নাই, কারণ রাজা ভল্লুপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া তদ্বংশীয় বৈদ্যনাথ নামক শেষ রাজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজার একটী একটীই পুত্র ছিল, এবং তাঁহারাই রাজা হইয়াছিলেন। অতএব যদি উক্ত বংশীয় কেহ কুমার বলিয়া পরিচয় দেন, তবে তাহা ভ্রমসঙ্কুল। সদ্‌গোপ কুঙার বা কুমার বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন তাঁহারা সিহড় ও কাঁকসা বংশের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধায় কুমার বা কোঙার। তাঁহারা এই দুই ঘরেরই কুমার ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় নহেন। উল্লিখিত রামচন্দ্র বাবুর সংগৃহীত কিম্বদন্তী সত্য মূলা, কি পূজনীয় ৺ পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের কথিত কিংবদন্তীই সত্য সমূলা, অথবা গাথাবলীধৃত তথ্যই সংধার্য্য, এতদ্বিষয়ে বিবেচক পাঠক বৃন্দ সুবিচার করিবেন। শ্রীমন্ মহারাজ ভল্লুপাদ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ প্রচলিত আছে। অমরাবতী-গড়ে শিবাখ্যা দেবীর মন্দিরে যে গাথাবলী বিদ্যমান ছিল তাহার যাথার্থ্যেই অনেকে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

ভালকিবংশ।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্ মহারাজ ভল্লুপাদের বংশাবলী।

প্রথমপুরুষ মহারাজ ভল্লুপাদ (ক)

|

রাজা গোপাল - গোপভূম পরগণা ইহারই নামে হইয়াছে।

|

রাজা শতক্রতু—ইনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

|

রাজা মহেন্দ্র (খ) — অমরেন্দ্র

রাজা মহেন্দ্র (খ)

|

রাজা নরেন্দ্র

|

রাজা যোগেন্দ্র

|

রাজা ধ্বজ নারায়ণ

|

রাজা রণভীম

• এই ১১ জনের নাম কুলচী কীট দষ্টতা জন্য অস্পষ্ট।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(গ) রাজা বৈদ্যনাথ—ইনি শেষ রাজা। ইহার চারি পুত্র রাজ্য ভ্রষ্ট হইবার পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

|

(ঘ) অজন...১ম পুত্র, অপর তিন পুত্রের নাম অজ্ঞাত।

|

অঙ্গদাত্মজের বংশ।

- গঙ্গাপ্রসাদ
  - কৃষ্ণপ্রসাদ
    - বিজয়রাম
      - কালীশঙ্কর
        - (৬) গোকুলকৃষ্ণ
          - নফরচন্দ্র
            - ১ তারাচাঁদ
              - কাশীনাথ
                - বিনোদ
              - লোকনাথ
                - •
            - ২ পার্ব্বতীচরণ
              - ১ মোহিনীমোহন
                - সৌরেন্দ্র ও অনেক কন্যা
              - ২ মুনীন্দ্রমোহন
                - ১ নীলকণ্ঠ
                - ২ কামাখ্যা
                - ৩ উত্তররঞ্জন
              - ৩ হৃষীকেশ
                - ৩ কন্যা
                  - ১। লাবণ্যময়ী ২। নলিনী ৩। রেণুবালা
              - ৪ গোবিন্দ প্রসাদ
                - ১ দ্বিজেন্দ্রনাথ
                - ২ কৃষ্ণধন
                - ৩ বীরেন্দ্র
            - ৩ রামচরণ
              - ১ বিষ্ণুনারায়ণ
                - পঞ্চানন
                - অকিঞ্চন
              - ২ রাখাল
                - ভবানীচরণ
              - ৩ বঙ্কিম
                - •
              - ৪ আনন্দ
                - •

Note—সন ১৩১৯ সালের ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত লেখা হইল রাজা নরেন্দ্রের পর কালীশঙ্কর পর্য্যন্ত যে নামগুলি পর্য্যায়ক্রমে লেখা হইল ঠিক স্মরণ সাপেক্ষ।

(ক) মহারাজ ভল্লুপাদ—ইহাঁর রাজধানী ভাল্কীগ্রামে ছিল। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ এক মাইল দূরবর্ত্তী নীলপুর গ্রামে "কালু ঘোষ" নামধেয় এক মহাত্মা বাস করিতেন (নবম পরিচ্ছেদ দেখ)। তাঁহার জনৈক পুত্রের শৈব্যা (শৈলবালা) নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, কন্যাটি পরম রূপবতী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ছিলেন। রাজা ভল্লুপাদ উক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ও তাঁহার নামে একটী দিঘী ভাল্কী গ্রামে খনন করাইয়া ছিলেন। উক্ত শৈব্যা দিঘী ভাল্কী গ্রামে "শহলা" নামে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ভাল্কী গ্রাম জেলা বর্দ্ধমানের আউসগ্রাম থানার অধীন, মানকর ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল ঈশান কোণে, দীর্ঘনগর যাইবার রাস্তার উত্তর।

(খ) রাজা মহেন্দ্র—ইঁনি সুপণ্ডিত, তপস্বী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ছিলেন। ইনি রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুদিন পরে ভাল্কী গ্রামের নৈঋত কোণে তিন মাইল অন্তর পতিত স্থানে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ২॥০ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রস্থে দুই মাইল এক পরিখা খনন করাইয়া, তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবীর মন্দির ও রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া তাহা আপনার পট্টমহিষী "অমরাবতী"র নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত গড়ের (গৃহের) নাম "অমরার গড়" হইয়াছে। রাজা মহেন্দ্রের, অমরেন্দ্র নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন,। তিনি একজন মহাবীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার বংশ নাই। রাজা মহেন্দ্রের তিন পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নী সুরগড়ের (সিইঁড়িয়া বা সিহুর) রাজা ধীরচন্দ্র সিংহের কন্যা "অমরা"। তিনি অমরাকে স্বয়ম্বরে বঙ্গীয় সমবেত রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। অমরার গর্ব্ভে "নরেন্দ্র" নামে এক পুত্র ও যমুনা ও কালিন্দী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা মহেন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা বীরবরের কন্যা "গৌরী"। তিনি ইহাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান। রাজার তৃতীয়া পত্নী "কাঞ্চনকুমারী"। ইহাঁরা সকলেই অতি সুন্দরী ছিলেন। কাঞ্চনকুমারীর গর্ভজাত সন্তানেরা দীর্ঘনগরে বাস করিয়াছিলেন; পরে তথা হইতে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। রাজা মহেন্দ্র ভুজবলে ও উপগুরু সন্যাসী শিবরামের বুদ্ধি ও কৌশলে, গৌড়েশ্বর "সুদর্শন সেন"কে ও অন্যান্য

রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজা উক্ত কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য পূর্ব্বপ্রথানুসারে রাজপুতনা হইতে শিবাদিত্য সিংহনামা জনৈক বীর পুরুষকে আনাইয়া তাঁহাকে প্রথমা কন্যা যমুনাকে সম্প্রদান করেন, এবং কালিন্দীকে রাজা কনক সেন রায়ের পুত্র প্রতাপাদিত্যকে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন জানিয়া সম্প্রদান করেন।

কৌলীন্য প্রথা—রাজা মহেন্দ্র আপন গুরু শিবরামের উপদেশ মতে সদ্‌গোপ জাতির কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করেন। শিবাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যকে কুলীনোচিত নবগুণে বিভূষিত জানিয়া শিবাদিত্যকে দ্বিতীয় "ঘর" কুলীন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় হস্তগত সিহড় গ্রামে অর্থাৎ সুরগড়ে স্থাপন করিয়া "সিহড়িয়া" বা "সিহড়" আখ্যা দিয়াছিলেন ও প্রতাপাদিত্যকে তৃতীয় "ঘর" কুলীন করিয়া তাঁহার কাঁকসা গ্রামে বাস হেতু তাঁহাকে কাঁকসা নাম দেন; এবং রাজা মহেন্দ্র স্বয়ং প্রথম "ঘর" কুলীন ভাল্কী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। উক্ত তিন বংশের বংশধরেরা ভাল্কী, সিহড় ও কাঁকসা নামে খ্যাত। এই তিন ঘরের গোত্র "কাশ্যপ্"।

সমাজ ঘর—উক্ত "ঘর"ত্রয়ের আদান প্রদান জন্য গুরুর উপদেশ মতে পাঁচ জন সাধু পুরুষকে আর্য্যাবর্ত্ত (রাজপুতনা) হইতে আনাইয়া আপন সামন্ত-রাজ করিয়া ৫টী সমাজ "ঘর" কুলীন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যথা—(১) ওড়ম্বর (২) খটঙ্গ (৩) প্রতিহার ও কীর্ণাহার (৪) বৈঁইচে (৫) শিশুনাগ বা শুসনে। (এই ৫ ঘরের মধ্যে প্রতিহার ও কীর্ণাহার এই দুইঘরে একঘর।) আরও কেহ কেহ বলেন প্রতিহার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—বায়ুগ্রাম ও গোগ্রাম। কি জন্য কীর্ণাহার ও প্রতিহার দুইঘরে একঘর বলা হয় ইহার কারণ বিশেষ অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই।

কুলদেবতা—"ভাল্কীর" কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবী ও শ্রীশ্রী৺ মনসা দেবী। সিহড়ের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ রামেশ্বরী দেবী। কাঁকসার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব ও শ্রীশ্রী৺ মনসা দেবী। ওড়ম্বরের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ ত্রৈলোক্যতারিণী। খটঙ্গের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ কালী। শুসনের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ তারাখ্যা দেবী। বৈঁইচের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ অভয়া দেবী। কীর্ণা-

ঘরের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ কালী। প্রতিহারের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ "কেলে-সোণা"। এই পাঁচঘরের গোত্র ভিন্ন ভিন্ন। সদ্‌গোপ জাতির "পুরোহিত গোত্র" অর্থাৎ পুরোহিতের গোত্রানুসারে এই জাতির গোত্র হইয়াছে। এই জন্য এই জাতির স্বগোত্রে বিবাহ চলে।

এই পাঁচ ঘরের পরিচয় যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা অনেক অনুসন্ধান দ্বারা সংগ্রহ করিয়া লিখিত হইল। উক্ত ৫ "ঘরের" মধ্যে অনেকেই স্বীয় বংশ পরিচয় বিশেষরূপ জ্ঞাত নহেন। কেহ কেহ অতি কষ্টে প্রপিতামহের নাম পর্য্যন্ত স্মৃতিপথে আনিতে পারেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমার মধ্যম খুল্লতাত স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বংশ পরিচয় শিক্ষা দিতেন, শুনিয়াছি অন্য অন্য গ্রামেও এইরূপ প্রথা ছিল। এক্ষণে সে প্রথা আর নাই। কুলের পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি আপনার প্রপিতামহের ও প্রমাতামহেরও নাম জানেন না, তাঁহারা 'যথা'নামেই পিতৃকার্য্য করেন।

কিংবদন্তী।

শিবাখ্যাদেবী—রাজা মহেন্দ্র প্রতিদিন প্রাতে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে যাইতেন, পথিমধ্যে খেজুরডি নামে এক গ্রাম আছে। উক্ত গ্রাম মধ্যে শ্রীশ্রী৺ শিবাখ্যা দেবী (দশভুজা ব্রহ্মশিলা) অবস্থিতা ছিলেন। রাজা উক্ত দেবীর নিকট দিয়া গমনাগমন করিতেন। একদা রাত্রিযোগে রাজাকে প্রত্যাদেশ হওয়ায় রাজা উক্ত দেবীকে বহু যত্নে তথা হইতে আনিয়া আপন নির্ম্মিত অমরাবতীগড় মধ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেবী ভাস্কী-বংশের কুলদেবী বলিয়া খ্যাতা আছেন। ঐ বংশের আর একটী দেবতা শ্রীশ্রী৺ মনসা দেবী।

(গ) ঐ বংশের রাজা বৈদ্যনাথ—ইঁনি মুসলমানরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র অঙ্গদ। অপর তিন পুত্রের বংশধরের মধ্যে একজন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর থানার মধ্যে সিজিল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অপর দুই পুত্রেরা কোথায় বাস করিয়াছিলেন অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই।

(ঘ) অঙ্গদ—ইঁহার প্রকাশিত শ্রীশ্রী৺ তুঙ্গেশ্বর মহাদেব অমরার গড়ে আছেন।

(ঙ) গোকুলকৃষ্ণ—ইঁনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; ইঁহার দেব-দেবীর প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। ইনি কয়েকটী শিবস্থাপন করিয়াছিলেন।

সিঙ্গিলগ্রামে ভাস্কী—জেলা বর্দ্ধমান, থানা মন্তেশ্বরের অধীন সিঙ্গিল গ্রামে রাজা বৈদ্যনাথের দ্বিতীয়—তৃতীয় কি চতুর্থ পুত্রের মধ্যে কোন এক পুত্র বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের পরিচয়—

আদি পুরুষ—রাজা বৈদ্যনাথ—রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।
| কয়েক পুরুষের নাম জানা যায় নাই।
পীতাম্বর রায়
|
গোকুলকৃষ্ণ
|
মাধবরাম
|
রামতনু
|
১ মধুসূদন — চন্দ্র ও ছয় কন্যা
২ জগন্নারায়ণ — বনয়ারিলাল — প্রমথনাথ (ইনি কাসুয়ের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র)
৩ বিপত্তারণ — ইঁহার অনেক কন্যা ছিল।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সিহড় বংশ।

সুরগড়ের (জেলা বীরভূম থানা দুবরাজপুরের অধীন বর্ত্তমান সিহড়গ্রাম) রাজা ধীরচন্দ্র সিংহের পরলোকান্তে তাঁহার সমস্ত রাজ্য তদীয় জামাতা রাজা মহেন্দ্রের হস্তগত হয়। রাজা মহেন্দ্র আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আনীত শৌর্য্য সমন্বিত সৎকুলজাত বিখ্যাত শিবাদিত্য সিংহ সহ স্বীয় প্রথমা দুহিতা শ্রীমতী যমুনার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উক্ত সুরগড় যৌতুক স্বরূপ নিজ জামাতৃবরকে প্রদান করেন। ঐ সুরগড়ে বাস বশতঃ শ্রীল শিবাদিত্য ও তদীয় বংশধরগণ তদবধি "সুরগড়িয়া" বা সিহড়িয়া" বা "সিহড়ে" নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রী৺ রামেশ্বরী দেবী সুরগড় রাজার কুলদেবতা থাকায় রাজা শিবাদিত্যও উক্ত দেবীকে স্বীয় কুলদেবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ রামেশ্বরী দেবী (দশভুজা)

আদি পুরুষ শিবাদিত্য সিংহরায়।

গোত্র কাশ্যপ।

প্রথম পুরুষ শিবাদিত্য সিংহরায় —— ইহাঁর পত্নী যমুনা—পাটরাণী—ইহাঁর পুত্রেরা সিংহ রায় উপাধিধারী। দ্বিতীয়া পত্নী জম্মেনার পুত্রেরা কুঙর (কুমার) উপাধি ধারণ করেন।

|

যসমন্ত বা রণাদিত্য,
রাজনাম অমর সিংহরায়

|

অলকধৌত সিংহরায়

|

প্রতাপচন্দ্র সিংহরায়

- ১ মঙ্গল সিংহ রায়
  - উদয় সিংহরায়
    - গোপাল সিংহ রায়
      - নরসিংহ রায়
        - প্রতাপ সিংহরায়

          এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে
- ২ জগদানন্দ রায়
  - মঙ্গলদাস রায়
    - কৃষ্ণরাম রায়
      - মুরলীধর রায়
        - রামগোপাল রায়
          - সেবক রাম রায়

            এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।
- ৩ দুর্গাদাস কুমার
  - জগৎরাম কুমার
    - যাদুরাম কুমার
      - কন্দর্প কুমার
        - নারায়ণচন্দ্র কুমার— ইনি ভুনিনা গ্রামে কল-রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রপুরে বাস করিয়াছিলেন।
          - জনেন্দ্র কুমার
            - ১ দেবীদাস
              - জগদীশ
                - রত্নেশ্বর
                  - রামদেব
            - ২ জ্ঞানানন্দ
              - ভৈরব
                - কৃষ্ণচন্দ্র
                  - রাজারাম

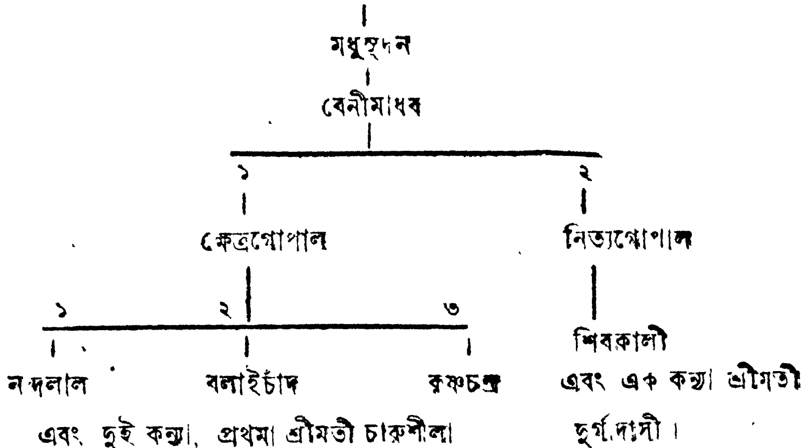
- সমরচন্দ্র
  - গোলকচন্দ্র
    - স্বরূপচন্দ্র
      - নৃসিংহ
        - ১ গোবিন্দ
          - ১ রামধন
            - সাতকড়ি
              - ১ সুরেন্দ্র
              - ২ মুনীন্দ্র
              - ৩ অমূল্য
          - ২ পরশুরাম
            - •
          - ৩ মাধব
            - •
        - ২ গোপীনাথ
          - ১ খুদিরাম
            - •
          - ২ গিরিশ
            - •

- কিণুরাম
  - ১ রামকান্ত
    - গুরুচরণ
      - ১ ব্রজমোহন
        - •
      - ২ পীতাম্বর
        - ১ রামনারায়ণ
          - ১ সতীশচন্দ্র
          - ২ হৃষীকেশ
          - ৩ যোগেশচন্দ্র
        - ২ হরিদাস
          - নিত্যানন্দ
          - ননিলাল
          - মন্মথনাথ
  - ২ চন্দ্রশেখর
    - ১ নফরচন্দ্র
      - কাশীনাথ
        - ১ ধর্ম্মদাস
          - শিবদাস
          - পঞ্চানন
        - ২ দুর্য্যোধন
          - ভরত
          - সত্য
    - ২ সেবকরাম
      - •
    - ৩ হলধর
      - •

[Note. এই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ২০ পুরুষ।

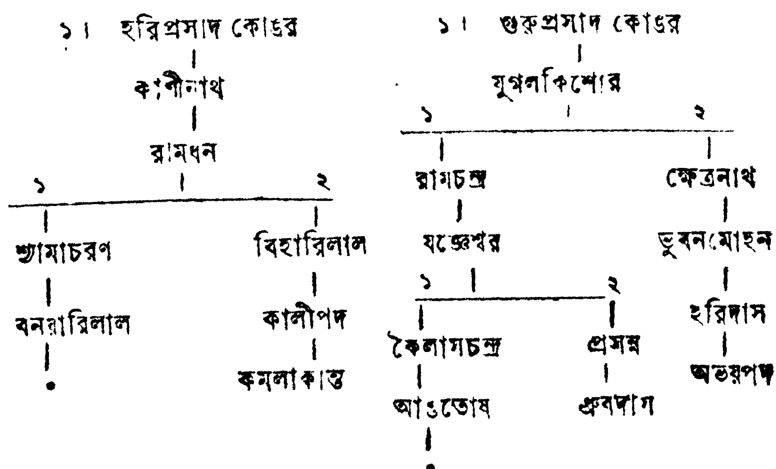
সিহড়বংশ জেলা হুগ্‌লি থানা পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত চেতুয়া (অম্বিকা) গ্রামের জনৈক সিহড়বংশধরের বিবরণ - চেতুয়া বৈঁইচি ষ্টেসনের উত্তর ২ মাইল।

উক্ত গ্রামের আদি পুরুষ বিশ্বনাথ কুমার



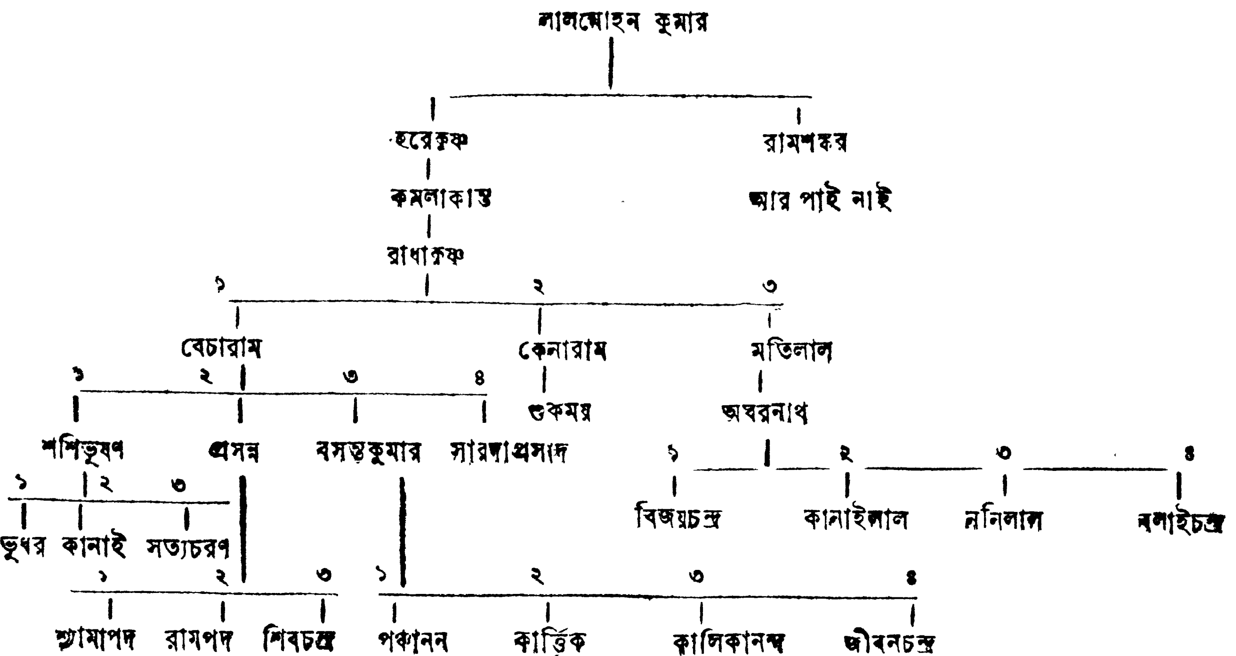
এবং দুই কন্যা, প্রথমা শ্রীমতী চারুশীলা দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শুশীলাসুন্দরীর বিবাহ শ্রীমান্ মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সঙ্গে হইয়াছে।

জেলা বর্দ্ধমান থানা বর্দ্ধমানের সামিল জামাড় গ্রামের শিহড়বংশের বিবরণ। জামাড় গ্রাম বর্দ্ধমানের ঈশান কোণে ৪ মাইল। এই বংশের আদি পুরুষ



জেলা হুগলি থানা পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত ভোঁপুর গ্রামের লালমোহন কুমারের (সেনপুর হইতে আসিয়া ভোঁপুরে বাস করিয়াছিলেন) বংশাবলী——

৫



Note. এই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত লিখিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।



কাঁকসা-বংশের বিবরণ।

কিংবদন্তী।

এই বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব। শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব অনাদি লিঙ্গ, বর্ত্তমান কাঁকসা গ্রামের প্রান্তে গুপ্তভাবে ছিলেন। কঙ্ক সেন রায় নামে শৈব ধর্ম্মাবলম্বী কোন অতি শক্তিশালী রাজ-পুরুষ রাজপুতনায় বাস করিতেন। পরমেশ্বর অনাদি লিঙ্গ মহাদেব কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তিনি রাজপুতনা হইতে কাঁকসা গ্রামে আসিয়া উক্ত মহাদেবের পূজার্চ্চনা গোপনভাবে করিতেন। মহাদেবের অনুগ্রহে সর্ব্বসাধারণের নিকট কঙ্ক সেন রায় ও তদীয় অর্চ্চ্য মহাদেব প্রকাশিত হইলেন। মহাদেব কঙ্ক সেন রায়ের প্রকাশিত বলিয়া কঙ্কেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত মহাদেবের কৃপায় কঙ্কসেন রায় ক্রমে আপন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের ভুস্বামী হইয়াছিলেন, এবং মহাদেবের আদেশ মত কঙ্কেশ্বর নামে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কঙ্ক (কঙ্কসেন রায়) প্রকাশিত ঈশ্বর (মহাদেব) যেস্থানে প্রপূজিত হইয়াছেন সেই স্থান কঙ্কেশ্বর। কঙ্কেশ্বর গ্রাম কালক্রমে "কাঁকসা" নামে অপভ্রষ্ট হইয়াছে। বৰ্দ্ধমান জেলার অধীন বর্ত্তমান কাঁকসা থানার নাম হইতে ইহার পূর্ব্ব গৌরব অনুমেয়; কাঁকসা থানায় কাকসা গ্রাম, পানাগড় ষ্টেসনের উত্তর এক মাইল দূরে অবস্থিত। পানাগড় হইতে উত্তর মুখে প্রস্থিত রাস্তার পশ্চিম কঙ্কেশ্বর মহাদেবের দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত; ঐ দেব-মন্দিরের পশ্চাতে একটী পুষ্করিণী আছে। উহাকে সকলে "জীবতকুণ্ড" বলিয়া থাকে। কঙ্কেশ্বর মহাদেবের আদেশ মতে কঙ্কসেন উক্ত পুষ্করিণী খনন করিয়া উহার পাহাড়ের উপর নানা দেব দেবী ও রাজ প্রাসাদ স্থাপন করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে একটীমাত্র দ্বার রাখিয়াছিলেন এবং উক্ত দ্বার প্রহরী দ্বারা এরূপ ভাবে রক্ষিত হইত যে কেহই সেই

কুণ্ড দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারিত না। যুদ্ধে হত রাজার সৈন্য সামন্ত উক্ত কুণ্ডের জলে নিমজ্জিত বা সিক্ত হইলে পুনর্জ্জীবন পাইয়া পূর্ব্বমত যুদ্ধ করিতে ও শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইত। শত্রুপক্ষীয় যবনেরা এই গুহ্য ব্যাপার জানিতে পারিয়া উক্ত কুণ্ডের অমানুষিকী ক্ষমতা কিসে নষ্ট হয় তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পরে জনৈক মুসলমান, সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া উক্ত কুণ্ডে অমেধ অর্থাৎ গোমাংস নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার অলৌকিক শক্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিল। তৎপরে যবনগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্যের বংশধরদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। এতদ্বিষয়ক একটী আখ্যায়িকা লোক পরম্পরায় শ্রুতি-গোচর হইয়া আসিতেছে, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "একদা এক যবন সন্ন্যাসী (ফকির) ভ্রমণ করিতে করিতে কঙ্কেশ্বর রাজ্যে আগমন করেন। তিনি কোন গুরুতর অপরাধে দণ্ডার্হ হইয়া বিচারার্থ কঙ্কেশ্বর নরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য সমীপে আনীত হন। দরবেশ দোষী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইলেও মহারাজ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি কঠোর শাস্তির পরিবর্ত্তে কিয়ৎকালের জন্য সামান্য কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। বঙ্গে "কাফের" কর্ত্তৃক মুসমালমান ফকির কারাবদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ দিল্লীর সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলে সভাসদবর্গ সহ বাদসাহ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া সেই ফকিরের সত্বর কারামুক্তির জন্য কঙ্কেশ্বর নৃপতিক আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য বাদসাহের আদেশ প্রতিপালনে আস্থা প্রদর্শন না করাতে দিল্লীশ্বর অধিকতর রোষ পরতন্ত্র হইয়া কঙ্কেশ্বর নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন। প্রতাপাদিত্য সহজে আত্মসমর্পণ করিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় সেনাগণ এরূপ ভীম পরাক্রমে যবন বীরগণের সম্মুখীন হইল যে যবনেরা সংখ্যাতে প্রচুর হইলেও প্রতাপাদিত্যের রণ-কৌশলে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত ও পলায়নপর হইতে লাগিল। তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না। পরিশেষে সম্রাট-সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবল সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ দেখিয়া গুপ্ত অনুসন্ধানে তাহার উক্তরূপ কারণ অবগত হইলেন।"

পরে ইঁহারা রাজ্যচ্যুত ও কাঁকসার গড় হইতে বিতাড়িত হইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে (উদগড়ে) যে এক গড় নির্ম্মিত ছিল, ঐ স্থানে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, ক্রমে ঐ স্থান হইতে নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তী আমি শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বরের পুরোহিতগণের নিকট ও তত্রত্য প্রাচীন মুসলমানগণের এবং হিন্দুগণের নিকট শুনিয়াছি।

উক্ত কঙ্কেশ্বরের পুরোহিত বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতামহ উক্ত শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবের গাঁথাবলী তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে পাঠ করিতেন ও উক্ত বিষয় গল্পচ্ছলে বলিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সন ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবল ঝটিকায় উক্ত গাঁথাবলী ও অন্যান্য পুস্তক সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর গত হইল অর্থাৎ সন ১৩০৭ সালে উক্ত পুষ্করিণীর কায়া বৃদ্ধির জন্য তখনকার মালিক (আবদুলসত্তা) পুষ্করিণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে যে পতিত জায়গা ছিল তাহা খনন করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ খনিত জায়গার মধ্যে ভগ্ন বাটী প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ ও অনেক প্রস্তর নির্ম্মিত দেব দেবীর মূর্ত্তি বাহির হওয়ায় পুষ্করিণীর মালিকের জনৈক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মভীরু আত্মীয় ঐ পতিত জায়গার খননকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তৎকালে অর্থাৎ সন ১৩০৭ সালের ১০ই পৌষ তারিখে উক্ত শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেবের পূজা করিতে গিয়া উক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইহাতেই অনুমান হয় যে উক্ত স্থানে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও দেবালয় ছিল।

রাজপুতনা (আর্য্যাবর্ত্ত) হইতে কঙ্কসেন রায়, মহাদেবের প্রত্যাদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া ঐ দেবতাকে আপন কুলদেবতা স্বরূপে পূজা করিতেন। কাঁকসা গ্রামে আদি বাস বশতঃ কঙ্কসেনের বংশধরেরা কঙ্কেশ অর্থাৎ কাঁকসা নামে খ্যাত। ইঁহার বংশধরেরা কেহ "রায়" কেহ "কোঙর" বা "কুমার" কেহ "রায় চৌধুরী" উপাধি ধারণ করিয়া নানাস্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীশ্রী৺ মনসা দেবীকে তাঁহাদের কুলদেবী বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

কাঁকসাবংশের ববিরণ।

এই বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব ও শ্রীশ্রী ৺ মনসা দেবী। গোত্র—কাশ্যপ।
জেলা বর্দ্ধমান থানা কাঁকসার অন্তর্গত কাঁকসা গ্রামে শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব আছেন।

প্রথম পুরুষ—রাজা কঙ্কসেন রায় (কঙ্কেশ্বর সেন)
|
রাজা কণকসেন রায়
|
রাজা প্রতাপাদিত্য রায় (ক)

১* ভবানীপতি রায় — সুরেন্দ্রনাথ রায়
২* পৃথ্বীধর রায়
৩● শত্রুভাল কুমার
৪

১ নজুরাম রায় — রাজারাম রায়
২ মহেশচন্দ্র রায় (খাঁ) — অভিরাম রায় (খাঁ), মনিরাম রায় (খাঁ)
৩ ভরতরাম রায় — ১ সুদাম, ২ জীবন, ৩ জয়কৃষ্ণ
৪ কালীদাস রায়
৫ বলরাম রায়
৬ শত্রুঘ্ন রায় — উদয়রাম
৭ পরমানন্দ রায় — কালীচরণ রায়

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

* এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১।২।৩ জনার নাম অমরাবতির গড়ের কুলচিতে লিখিত ছিল। ৪।৫ ৬।৭ জনার নাম অস্পষ্ট।

৪, ৫, ৬, ৭ ইহাদের নাম অমরাবতির কুলচি কীট-দংশন প্রযুক্ত স্পষ্ট পড়া যায় নাই। ইহাঁরা সকলেই রায়, কুমার উপাধিধারী, কেহ কেহ সিংহ উপাধিধারী আছেন।

(ভরতরাম রায়—পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখুন)

১ হরিশ্চন্দ্র রায়
- ১ ধনঞ্জয়
- ২ মনোহর

২ করুণাময় রায়
- ১ কিশোর
- ২ চন্দ্রশেখর
- ৩ রসিক
- ৪ লক্ষ্মীকান্ত

৩ শ্যামাপ্রসাদ রায়
- ০

৪ জীবনকৃষ্ণ রায়
- অযোধ্যারাম রায় (নিঃসন্তান)
- নিধিরাম রায়—

৫ দুর্লভপ্রসাদ রায়
ইনি শক্তিগড়ের নিকট কুমারপাড়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। কুমারপাড়ার রায় মহাশয়দের আদিপুরুষ।

নিধিরাম রায়— ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আরবি এবং পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মোগল পাতসাহ আকবর যখন বাঙ্গলার শান্তি স্থাপন জন্য রাজপুত বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহকে সুবেদার পদে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে নিধিরাম রায় মহাশয়ের গুণগ্রাম ও বুদ্ধিকৌশলের বিষয় পরিচয় পাইয়া রাজা মানসিংহ তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সৈনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। পরে পাতসাহ তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত সম্মানসূচক "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন, তদবধি নিধিরাম রায়ের বংশধরেরা "রায় চৌধুরী" বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত বংশের কেহ কেহ কেবল "চৌধুরী" বলিয়া থাকেন।

চৌধুরী শব্দের ব্যুৎপত্তি—উপযুক্ত চতুর্ব্বিধ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি আকবর কর্ত্তৃক চতুর্ধুরী অর্থাৎ "চৌধুরী" উপাধি পাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
- ১ বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী
- ২ প্রীতিরাম রায় চৌধুরী
- ৩ বসুদেব রায় চৌধুরী
- ৪ বাসুদেব রায় চৌধুরী

বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, মোগলদের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায়, উদগড় ত্যাগ করিয়া শক্তিগড় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ কুমারপাড়া গ্রামে আপন খুল্ল প্রপিতামহ দুর্লভপ্রসাদ রায়ের নিকট কিছু দিনের জন্য বাস করেন।

১। বৈদনাথ রায় চৌধুরী—ইনি বর্দ্ধমানের দক্ষিণ দামোদর নদীর পার এক মাইল দূর রায়না থানার অধীন বোলপুর গ্রামে

২। প্রীতিরাম রায় চৌধুরী—ইনি হুগ্‌লী জেলার অধীন ধনেখালী থানার অন্তর্গত গুড়বাড়ী গ্রামে

৩। বলদেব রায় চৌধুরী—ইনি বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অধীন হাপসপুর গ্রামে

৪। বাসুদেব রায় চৌধুরী—ইনি বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অধীন সকড়াই গ্রামে

সকলেই বিবাহ উপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন।

২।৩।৪ নং বংশধরেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে নানাস্থানে বাস করিয়াছেন।

১। বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরীর বংশ বিবরণ—

হরিনারায়ণ রায় চৌধুরী

রামকৃষ্ণ

হরেকৃষ্ণ (পত্নী অহল্যা দাসী)

পঞ্চানন (পত্নী পার্ব্বতী দাসী) ইনি বর্দ্ধমানের রাজার অন্দরের দেওয়ান ছিলেন

রাধানাথ (পত্নী বিলাসমণি) ইনিও ঐ ঐ

১	২	৩
(খ) রামনারায়ণ (পত্নী বামাসুন্দরী দাসী)	চন্দ্রশেখর (পত্নী সৌদামিনী)	নিরঞ্জন (পত্নী রুক্মিণী)

(ক) মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিবরণ—ইঁহার দুই পত্নী—প্রথমা, রাজা মহেশের দ্বিতীয় কন্যা "কালিন্দী", দ্বিতীয়া পত্নী উৎগড়ের রাজা উদয়াদিত্যের কন্যা "যোগমায়া"। ইঁহাদের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলে আপনাদের মাতা "কালিন্দী" ও যোগমায়ার সহিত কাঁকসা গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলস্থিত উৎগড় নামক গড় (যবনদের দ্বারা উপর্য্যুপরি সাতটি নরহত্যা হওয়ায় ইহার নাম সাত-কাটি বলিয়া খ্যাত) মধ্যে বাস করিতেন; এক্ষণে ঐ গড়ের ভগ্নাবস্থা দৃষ্ট হয়। ঐ সাত পুত্রদের মধ্যে জনৈক পুত্র পৃথ্বীধর রায় আপন মাতার সহিত উদগড়েই বাস করিতে লাগিলেন। শত্রুলাল কুমার কাঁকসার গড় হইতে তিন মাইল উত্তর বিলাসপুর গ্রামে বাস করিলেন ও অন্যান্য পাঁচ পুত্রেরা কেহ কেহ পিতার ইচ্ছানুসারে "রায়" কেহ বা "কুমার" উপাধি গ্রহণ করিয়া কোঙার (কুমার) সদ্‌গোপ নামে খ্যাত হইয়া কাঁকসা ও উৎগড়ের গড় ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি নানা স্থানে বাস করিতেছেন—যথা বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগ্‌লী, চব্বিশপরগণা মেদিনীপুর বাঁকুড়া ইত্যাদি। বর্দ্ধমান জেলার অধীন মানকর ষ্টেসনের নিকট "কোটা" গ্রামে উক্ত বংশীয় ৺কালিদাস রায় নামে এক মহাত্মা ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের কোন্ পুত্রের বংশধর তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি নিঃসন্তান। তিনি ধার্ম্মিক ও শ্রীশ্রী৺কঙ্কেশ্বর মহাদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি জীবিত কাল পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীশ্রী৺কঙ্কেশ্বর মহাদেবের নিকট কুল-প্রথানুসারে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ হোমের দিন পাঁচ পোয়া গব্য ঘৃত ও হোমের কাষ্ঠাদি সহ বিল্বপত্র, আপন মস্তকের উপর হোমের পাত্র (মালসা) সংস্থাপন করিয়া আহুতি দিতেন। ঐরূপ হোম কালিদাস রায়ের পরলোকান্তে বন্ধ হইয়াছে। কাঁকসা বংশের অপর কেহ উক্ত শিবের ঐরূপ প্রণালীতে হোম করিতে পারেন না ও করেন না। এই কারণে কাঁকসার নিকটবর্ত্তী স্থানের কোন কোন জাত্যভিমানী কুলীন মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন যে কাঁকসা বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। বিলাসপুর নিবাসী শত্রুলাল কোঙারের বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি রাধানাথ কোঙার মহাশয় প্রতি বৎসর হোমের দিন উক্ত মহাদেবের কেবল পূজা করিয়া থাকেন। রায়না থানার অধীন বোলপুর

নিবাসী ৺ রামনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় সকল মঙ্গলকার্য্যে উক্ত মহাদেবের পূজা দিতেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার মধ্যম পুত্র (মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী) পিতৃদেবের আদেশ অনুসারে অদ্যাবধি সকল মঙ্গলকার্য্যে উক্ত মহাদেবের পূজা দিয়া আসিতেছেন। কাঁকসা বংশের "রায়", "রায় চৌধুরী" ও "কোঙার" উপাধিধারী সদ্‌গোপগণ নানা স্থানে বাস করিতেছেন, ইহা কাঁকসার নিকটবর্ত্তী কোন কোন কুলীন মহাশয়দের জানা না থাকায় তাঁহারা উক্ত বংশ লুপ্ত হইয়াছে বলেন। আদি স্থান ত্যাগী জনগণ প্রায়শঃ কুলপ্রথা ভ্রষ্ট এবং আদিস্থান প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতার পূজার্চ্চনাদি হইতে বিরত হয়েন; তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ নূতন স্থানে বাস করিয়া তৎস্থান প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনায় হৃদয় মন অর্পণ করেন এবং নব নব আচার পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ইহাতে মূল বংশধরগণ মূল বংশভ্রষ্ট কিম্বা বংশান্তর প্রাপ্ত বলা যাইতে পারে না। কাঁকসা বংশ লুপ্ত ইহা যাঁহারা উদারিত করেন তাঁহাদের অভিহিত বাক্য খলতা প্রসূত খ পুষ্প মাত্র সুতরাং তাহা সুমনঃ সংত্যাজ্য।

(খ) ১। রামনারায়ণ রায় চৌধুরী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অন্তঃপাতী বোলপুর গ্রামে সন ১২২১ সালে মাঘ মাসে বরদা চতুর্থীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পারস্য এবং আরব্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক, কথক পণ্ডিতের বসতি নিবন্ধন তৎকালে বোলপুর গ্রাম পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে "ছোট নবদ্বীপ" নামে আখ্যাত হইত। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কামন্দকীয় নীতিসার শুক্র-নীতিসার, চাণক্যনীতি প্রভৃতি নীতি গ্রন্থ এবং সংস্কৃত নাটকের অনেক অংশ তিনি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বর্দ্ধমানের ইচ্‌লা বাজারস্থিত মস্‌জিদ সংলগ্ন মাদ্রাজায় তিনি আরব্য এবং পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি কাটোয়া থানার দারোগা ছিলেন। তৎকালে দারোগাদিগকে লোকের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতে হইত বলিয়া তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাচির ডেপুটি কমিসনার

মহোদয়ের পেস্কার নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। তৎপরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নওয়া দুমকার ডেপুটি কমিসনার মাননীয় ঈডেন এবং টমসন সাহেবের সেরেস্তাদার হইয়া আসেন। তখন সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়। প্রতিদিনই কয়েকজন করিয়া সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করা হইত, এবং রাজবিদ্রোহী কিনা ইহার বিচারার্থ আদালত সমীপে আনীত হইত। বিচারে রাজবিদ্রোহী বলিয়া প্রমানীকৃত হইলে উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়কে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফাঁসি দেওয়াইতে হইত। এই কারণে তিনি কিছুদিন পরে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর বীরভূম জেলার ভূতপূর্ব্ব সবজজ ৺ প্যারিমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় এবং স্বভাব সম্বন্ধে শৈশবাবধি বিশেষভাবে অবগত থাকায় তাঁহাকে শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ মহাদেবের সেবার তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে দেওঘরে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কিছুদিন কার্য্য করার পর আপন ইষ্টদেবের আদেশে তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আগমন করেন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মুরং মহল্লার অন্তর্গত মেসার্স নিকল্‌স এবং গেজ সাহেবদ্বয়ের কয়লা এবং চুনের কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। এইস্থানে ১২৭৪ সালের ২২শে আশ্বিন ইংরাজি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর সোমবার নবমী আন্দাজ ৫টা অপরাহ্ণে (দশমী) তিনি পাঁচ পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

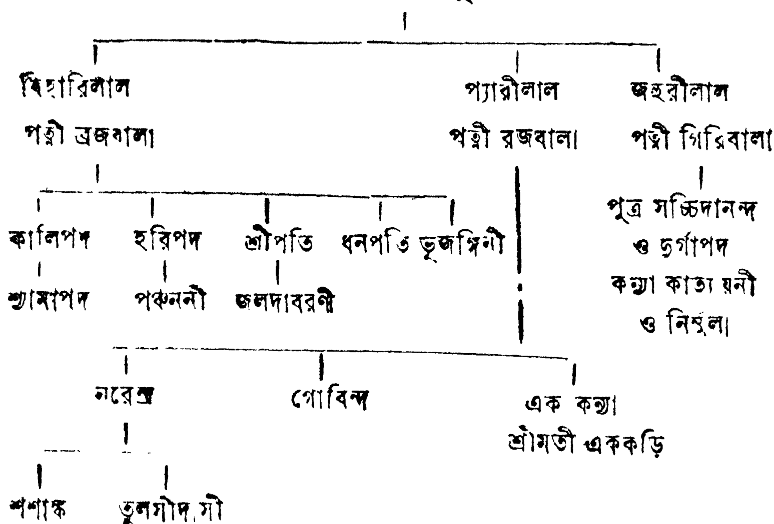
[খ] ১। রামনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশ।

- **সারদাপ্রসাদ** [ইনি নবেম্বর ১৮৬৬ হইতে জুন ১৮৭১ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান রেজিষ্টারি আপিসে, জুলাই ১৮৭১ হইতে জুন ১৮৭৫ পর্য্যন্ত বুদবুদ রেজিষ্টারি আপিসের হেড ক্লার্ক, জুলাই ১৮৭৫ হইতে জুন ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত রায়না থানার সব রেজিষ্ট্রারার ছিলেন। পত্নী শ্রীমতি ফুলকুমারী দাসী]
  - (পরপৃষ্ঠা দেখুন)
- **মোক্ষদাপ্রসাদ** [ইনি বর্দ্ধমান কালেক্টারিতে ১৮৬৯ সালের জুলাই হইতে ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইন্‌কাম টেক্সের হেডক্লার্ক, ১৮৭২ সালের প্রথম হইতে ১৯০৬ সালের এপ্রেল পর্য্যন্ত সিভিল সার্জ্জনের হেডক্লার্ক ও মেটিওরলজিকাল অবজারভার ছিলেন। প্রথমা পত্নী কেশবকামিনী দাসী। তাঁহার পরলোকান্তে দ্বিতীয়া পত্নী সুন্দরকুমারী দাসী]
  - সুশীলাসুন্দরী, প্রমিলাসুন্দরী, মঙ্গলপ্রসাদ, চারুশীলা, শান্তশীলা, ইন্দুমতী, জ্ঞানপ্রসাদ, আন্নাহরি
- **মাখনলাল** [ইনি বর্দ্ধমান কালেক্টারির নাজির ছিলেন। পত্নী শ্রীমতি ক্ষেত্রমণী দাসী]
  - গঙ্গাপ্রসাদ এবং তিন কন্যা প্রভাবতী কিরণ ও অন্নপূর্ণা।
- **রাজেন্দ্রচন্দ্র** [ইনি ডাক্তার] পত্নী শ্রীমতি চন্দনকুমারী দাসী
  - সত্যকিঙ্কর, কান্তিচন্দ্র, শ্বেতাঙ্গিনী, হরিবোল, জগদীশ্বর, রসরাজ
    - সত্যকিঙ্কর: ভক্তভূষণ, নীলাব্জবরণী (চুড়ালাসুন্দরী), বিভাবতী (তরলিকা)
- **যোগেশচন্দ্র** [ইনি বর্দ্ধমান কালেক্টারির তৌজি নবিস। পত্নী শ্রীমতি সিন্ধুবালা দাসী]
  - পুত্র শিবপ্রসন্ন, কন্যা মায়াসুন্দরী, ছায়াসুন্দরী, নবনলিনী, আশালতা, সুধালতা

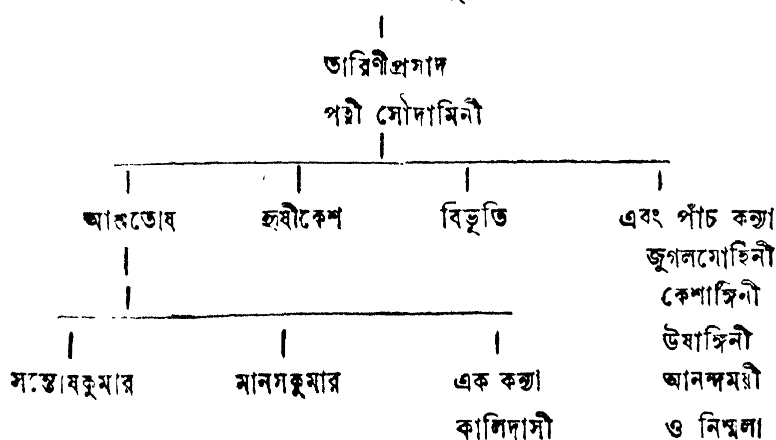
(সারদাপ্রসাদ—পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখুন)

- হেমাঙ্গিনী
- গোলাবকুমারী
- ব্রহ্মপ্রসাদ
  - অচ্যুতানন্দ
  - প্রফুল্লনলিনী
  - মৃনালিনী
  - নিত্যানন্দ
  - বিমলানন্দ
  - সুধালতা
- জ্যোতীপ্রসাদ
  - স্বর্ণলতা
  - সচ্চিদানন্দ
  - নন্দরাণী
- গৌরিবালা
- ভবানীপ্রসাদ
  - নিভাননী
- শান্তিপ্রসাদ
- মনোরমা

২। চন্দ্রশেখর রায় চৌধুরীর বংশ।



৩। নিরঞ্জন রায় চৌধুরীর বংশ।



২। (ক) শ্রীভিরাম রায় চৌধুরীর বংশের বিবরণ।

[ইনি হুগ্‌লি জেলার ধনেখালি থানার অধীন গুড়বাড়ি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন]

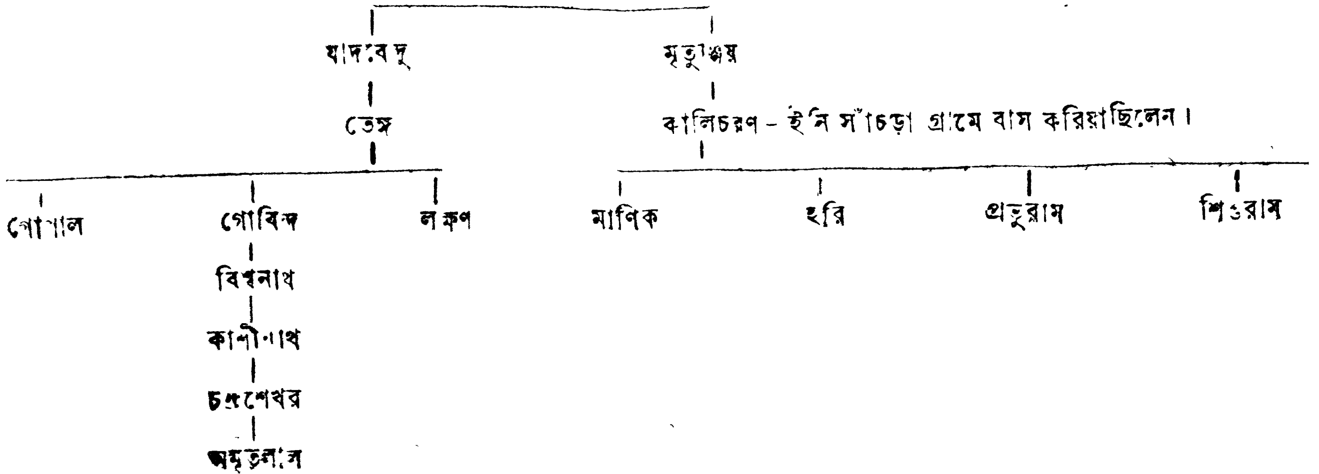
- দর্পনারায়ণ রায় চৌধুরী •
- (খ) রামনারায়ণ রায় চৌধুরী [ইনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দেওয়ান ছিলেন]
  - রাধাকান্ত
    - গোবিন্দমোহন
      - বেনিমাধব •
    - আনন্দমোহন
      - চন্দ্রকুমার •
      - নগেন্দ্রকুমার
        - দেবেন্দ্র
      - মৃগেন্দ্রকুমার
    - প্যারিমোহন
      - মোক্ষদাচরণ •
      - হরিদাস
      - ব্রজমোহন •
    - মনোমোহন
      - উপেন্দ্রনাথ
  - কৃষ্ণকান্ত
    - রসিকলাল
      - বৈষ্ণবচরণ •
      - সাধুচরণ •
      - রাধিকাপ্রসাদ •
  - কমলাকান্ত
    - বঙ্কুবিহারী
      - নবগোপাল
      - হারাধন
      - পশুপতি
    - বিপিনবিহারী •
    - বিনোদবিহারী
      - মুকুন্দবল্লভ
      - ভুতনাথ
    - কুঞ্জবিহারী •
- ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী — পর পৃষ্ঠায় ইহার বংশ-বিবরণ দেখুন
- কংশনারায়ণ রায় চৌধুরী •

প্রীতিরাম রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশ।

- সর্কেশ্বর
- রাজকিশোর (ইহার দুই পুত্র অমরাবতির গড়ে বাস করেন)
  - কৃত্তিবাস
  - গীতানাথ
    - কেদারনাথ
- বদনচন্দ্র
- রামচন্দ্র
  - বনমালী
    - কালিপদ
      - বারিদবরন
      - বৈদ্যনাথ
      - আদ্যনাথ
    - শ্যামাপদ
      - সতীরঞ্জন
      - হৃষীরঞ্জন
      - বরদারঞ্জন
      - রামরঞ্জন
      - উমারঞ্জন
    - নীলমণি
      - নির্ম্মল
    - রতনমণি (ইনি হুগলি জেলার মুন্সেফি কোর্টের উকিল)
      - প্রফুল্লচন্দ্র
      - অমূল্যচন্দ্র
      - নন্দলাল
      - সুশীলচন্দ্র
- তারাচাঁদ
  - দুই পুত্র ছিল
- রাধামোহন
- হরিগোবিন্দ
  - রঘুনাথ
    - কাঙ্গালিচরণ
    - প্রিয়গোপাল
    - গোপাল
  - যদুনাথ
    - শরৎচন্দ্র
  - মহেন্দ্রনাথ
- হরিদেব

৩। বসুদেব রায় চৌধুরীর বংশ —

ইনি বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অধীন হাপসপুরগ্রামে বাস করিয়াছিলেন।



৪। বাসুদেব রায় চৌধুরীর বংশ।

ইনি বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত সকড়াই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

- বাসুদেব রায় চৌধুরী
  - গোপালকৃষ্ণ
    - শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
      - লালবিহারী
        - প্রাণকৃষ্ণ
          - রামকৃষ্ণ
            - হারাধন
              - বিহারী
              - নগেন্দ্র
            - শ্রীনিবাস
              - ০
            - রামেশ্বর
              - ভূতনাথ
          - শিবপ্রসাদ
            - গোবর্দ্ধন
              - ক্ষেত্রমোহন
                - হরিদাস
                - দুর্গাদাস
            - রামচরণ
              - ০

(গ) প্রীতিরাম রায় চৌধুরী—

এই মহাত্মা পরম রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট সুপুরুষ এবং শিশুকাল হইতেই স্বভাবতঃ অতি বিনীত ও প্রশান্ত প্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং জনসাধারণ তাঁহার শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার রূপমাধুর্য্যে ও সর্ব্বসদ্গুণ-শোভা-সম্পাদক বিনয় ও শিষ্টাচার দর্শনে পরম প্রীত হইতেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিতেন, সেই জন্য সকলে তাঁহাকে "প্রীতিরাম" বা "প্রীতিনারায়ণ" নামে আহ্বান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। দেব দেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গীতি, আখ্যায়িকা বা কথকতা তিনি অনুরাগভরে গাঢ় মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শুড় বাড়ীতে বিবাহের কালে তিনি প্রচুর যৌতুক, বাসোপযুক্ত অট্টালিকা এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তদবধি তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি আরও অধিকতর রূপে বর্দ্ধিত, ও ধনসম্পত্তির প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিয়দ্দিনান্তরে তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউএর সেবা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীজীউএর সেবার জন্য যথেষ্ট নিষ্কর ভূসম্পত্তি শ্রীশ্রীবিগ্রহের নামে অর্পণ করিয়া যাহাতে সেবা চিরকাল সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অদ্যাবধি সেই নিয়মে শ্রীশ্রীজীউএর সেবা চলিয়া আসিতেছে। উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রায় চৌধুরী মহাশয় অনেক অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জ্ঞাতি (অর্থাৎ কাঁকসার রায়, রায় চৌধুরী, কাঁকসার কুমার বা কোঙার) ভাল্কী, সিউর, ওড়ম্বর, থটম্বর, বৈচে, শুস্নে প্রতিহার, কির্ণাহার ও অপরাপর সদ্গোপদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সাদর সম্ভাষণ, বিনীত ব্যবহার ও শিষ্টাচার দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। কার্য্যসমাপনান্তে রায় চৌধুরী মহাশয় সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও পাথেয় প্রদান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

প্রীতিনারায়ণের পত্নী শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ও দীনপালিকা ছিলেন। তিনি অতিথি অভ্যাগত এবং দীন-হীনদিগকে পরম সমাদরে ও বিশেষ

যত্নসহকারে সেবা করিতেন। বৈদ্যবাটীতে জাহ্নবীতটে তিনি স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন।

(ঘ) রামনারায়ণ রায় চৌধুরী।

ইঁহার পিতার নাম প্রীতিরাম রায় চৌধুরী, মাতার নাম স্বর্ণা দাসী এবং পত্নীর নাম যশোদা দাসী। বাল্যকাল হইতেই ইনি বড় ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তদানীন্তন বিদ্বজ্জনমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া সকলেরই হৃদয়ে তাঁহার প্রতি স্নেহের উদ্রেক হইত। একদা তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর সহিত কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিকট ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দৈবাৎ উক্ত দুর্গের সর্ব্বোচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাহেব তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রীত ও মোহিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া ইংরাজী ভাষাতে তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত ভাষানভিজ্ঞতাবশতঃ সাহেব বাহাদুরের কথা বুঝিতে না পারিয়া অতি বিনীত ভাবে বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষাতে বলিলেন, "সাহেব, আমি রাজভাষানভিজ্ঞ, সুতরাং আপনার কথা বোধগম্য করিতে পারিব না, আপনি কৃপা করিয়া হিন্দি কিংবা বাঙ্গালা ভাষাতে বাক্যালাপ করিলে আপনার কথার উত্তর দিতে সক্ষম হইতে পারি।" সাহেব বাহাদুর তৎ-শ্রবণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দি ভাষাতে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার সহিত দুর্গের অভ্যন্তরে আসুন; আমি আপনাকে নানা প্রকার নূতন বস্তু দেখাইব, এবং যদি আপনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহারও উপায় করিয়া দিব।" সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে দুর্গের ভিতরে লইয়া গিয়া বিবিধ অভিনব বস্তু দেখাইলেন। উক্ত বস্তুসমূহ দর্শনকালে রায় চৌধুরী মহাশয় সাহেব বাহাদুরকে কয়েকটী বিষয়ের কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাহেব মহোদয় সেই প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না; অপিচ রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা

ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয়ের কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, রায় চৌধুরী মহাশয় একাকী বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তনজন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে মহানুভব সাহেব বাহাদুর বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমার লোক গিয়া আপনার বাসাতে আপনাকে রাখিয়া আসিবে। তদনন্তর সাহেব বাহাদুরের আদেশে অপর একজন সাহেব গাড়ীতে করিয়া রায় চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার বাসাতে রাখিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সাহেব বাহাদুর রায় চৌধুরী মহাশয়কে দুর্গে আনিবার জন্য পুনরায় তাঁহার বাসাতে গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে আনাইলেন। সাহেব বাহাদুর রায় চৌধুরী মহাশয়কে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিয়া যার-পর-নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কিছু কিছু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করুন। আমি আপনাকে এমন ভাবে শিক্ষা দিব যে আপনি অতি সহজে স্বল্পকাল মধ্যেই ইংরাজী কথা বুঝিতে ও কহিতে সক্ষম হইবেন এবং শীঘ্রই উক্ত ভাষাতে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই দুর্গস্থ কোন সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন।" রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী সাহেব বাহাদুরের সৎপরামর্শে রাজভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় প্রতিভাগুণে অনতিবিলম্বেই উক্ত ভাষাতে কার্য্যোপযোগী বিজ্ঞতা লাভ করিয়া, মহাত্মা সাহেবপুঙ্গবের সবিশেষ প্রিয় পারিষদ মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইত্যবসরে দুর্গের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহকারীর পদ শূন্য হওয়াতে সাহেব বাহাদুর রায় চৌধুরী মহাশয়কে তৎপদের উপযুক্ত ভাবিয়া সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া অতি কৃতিত্ব সহকারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ তিনি সাহেব বাহাদুরের কৃপায় এবং স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে ফোর্ট উইলিয়মের দেওয়ানী পদে উন্নীত হইলেন। সামান্য অবস্থা হইতে রায় চৌধুরী মহাশয় এতাদৃশ উচ্চপদস্থ হইলেও তিনি স্বভাবতঃ নিরীহ, নিরহঙ্কার ও বিনীত ছিলেন এবং ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে চির জাগরূক ছিল। বিদ্যা ও পদজনিত অভিমান বা অহমিকা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। কিয়দ্দিনান্তর রায় চৌধুরী মহাশয় সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা আয়ের কেন্দবিলি নিষ্কর সম্পত্তি খরিদ করিয়া

উক্ত সম্পত্তির সমস্ত উপস্বত্ব দেবসেবাতে নিয়োজিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, ১১৬২ সালে তিনটী শিব স্থাপন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপূর্ব্বেই স্বীয় শুভানুধ্যায়ী সাহেব বাহাদুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সহৃদয় সাহেব মহোদয় উক্ত সৎকার্য্যের ব্যয়ার্থ তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। রায় চৌধুরী মহাশয় ফোর্ট উইলিয়মের কার্য্য হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক অনন্যমনা হইয়া চিরকালের অভীপ্সিত পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীশিবলিঙ্গ ত্রয় এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউএর প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি স্বীয় সৌভাগ্য এবং অধ্যবসায় বলে ও সদুপায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাপি ভোগলালসা হইতে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন। তিনি দেব দ্বিজ, সাধু বৈষ্ণব ও অতিথি-সেবায় সতত মুক্তহস্ত ছিলেন। উক্ত দেবতা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থানীয় অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জ্ঞাতি-বর্গকে (কাঁকসার রায়, রায় চৌধুরী ও তত্রত্য কুমার বা কোঙার) ভাল্কী, সিউর, ওড়ম্বর, খট্টাঙ্গ, বৈচে, শুস্‌নে, প্রতিহার, কির্ণাহার ও অপরাপর সদ্‌গোপ-মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম সমাদরে ও সুশৃঙ্খলে সকলের সেবা ও অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কার্য্য সমাপনান্তে সকলকে যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্টালাপে ও শিষ্টাচারে আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কেবল কাঁকসার কোঙার মহাশয়গণ জ্ঞাতিত্বপ্রযুক্ত, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজা দুর্য্যোধনের ন্যায় হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রায় চৌধুরী মহাশয় আর কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কার্য্য করার পরে, তাঁহার হিতৈষী সাহেবপ্রবর বিলাত গমন করিলে, তিনিও কার্য্য হইতে চিরবিদায় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে দেওয়ানী পদ শূন্য হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপতি পরম সমাদরে উক্ত পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মহারাজার অতি বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার স্থিরবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে, মহারাজ জমিদারী-সংক্রান্ত সমস্ত জটিল বিষয় মীমংসার জন্য তাঁহার সহিত নিভৃতে যুক্তি করিতেন। তাঁহার বহুবিধ সদ্‌গুণ থাকাতে মহারাজ প্রকৃতই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

কেন্দবিল সম্পত্তি অনেক দূরবর্ত্তী হওয়ায় কর আদায়ের বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে মহারাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুড়বাড়ী মৌজাতে মহারাজের খাস সম্পত্তির সহিত কেন্দবিল সম্পত্তির এয়োজ-দরাজ (পরিবর্ত্তন) করিয়া উক্ত সম্পত্তি নিষ্কর করিয়া রায় চৌধুরী মহাশয়কে দেবোত্তর করিতে আদেশ দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বর্দ্ধমানের রাজবাটীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে থাকেন। উক্ত গুড়বাড়ীস্থিত দেবোত্তর লাখরাজ সম্পত্তির আয় বাৎসরিক খরচ-খরচা বাদে ২০০০৲ টাকা; সেই সমস্ত টাকা কেবল শ্রীশ্রী৺ রাধাগোবিন্দ জীউ ঠাকুরের ও শিবের নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

সেবার নিয়ম যথা ঃ—

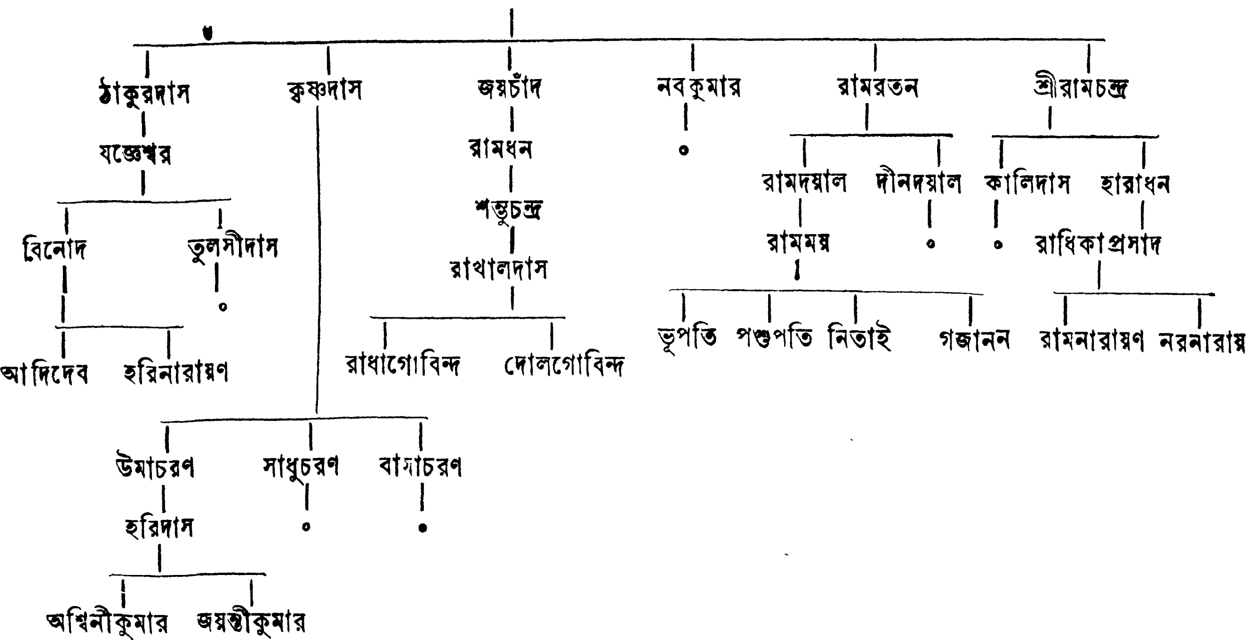
অতি প্রত্যূষে রাধাগোবিন্দ জীউকে গাত্রোত্থান করাইয়া মঙ্গল-আরতি ও তৎপরে ক্ষীর ছানা ইত্যাদি বাল্য-ভোগ দেওয়া হয়। বেলা ৯টার সময় স্নান পূজা ও ফল মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ ও তৎপরে বেলা ১২টার সময় লুচি, ক্ষীর ইত্যাদিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন হয় ও ঠাকুর শয়ন করেন। বৈকালে ৩॥০টার সময় গাত্রোত্থান করাইয়া ঠাকুরের মিষ্টান্ন-ভোগ হয় ও সন্ধ্যার সময় আরতি ও ক্ষীর ছানা ইত্যাদিতে জলযোগ হয়। রাত্রি ৯টার সময় দুগ্ধ চিঁড়া ও সন্দেশ ভোগ হয় ও তৎপরে ঠাকুর শয়ন করেন। এই রূপ দৈনিক ব্যবস্থা ৺রামনারায়ণ রায় চৌধুরীর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত ভাদ্র মাসে ৺হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব, মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমীতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং মাঘ ত্রয়োদশীতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে মালসা ভোগ হয়। নিম্নলিখিত পর্ব্বসমূহেও ভোগ রাগাদি ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে; যথা—ফুলদোল, স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, নবান্ন (এই ঠাকুরের নবান্ন হইলে পর তন্নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের নবান্ন হইয়া থাকে), দোল যাত্রা ইত্যাদি। এই সমস্ত ভোগের ও নৈমিত্তিক ভোগের যাবতীয় প্রসাদী সামগ্রী অতিথি আগমন করিলে তাহাদিগকে প্রদান করা হয়; ভোগের দ্রব্যের অকুলান হইলে অর্থাৎ অতিরিক্ত অতিথি আগমন করিলে তাহাদিকে আহারের

উপযোগী চাউল ডাউল ইত্যাদি সিদা দেওয়া হয়। অতিথির অভাবে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের বাড়ীতে পর্য্যায়ক্রমে ভোগ পাঠান হয়। সেবায়েৎগণ বা তাহাদিগরে বংশধরগণের ভোগাদিতে কোন অধিকার নাই। [illegible]গ্রামের জল দূষিত বলিয়া ঠাকুরের আবাস গৃহের মধ্যে কূপ খনন করা আছে, সেই স্থান হইতে কাহাকেও নিজ ব্যবহারের জন্য জল দেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন ঋতুতে শয়নের নিমিত্ত ৫।৬টী প্রকোষ্ঠ আছে, তিনি ঋতু অনুসারে একটী হইতে অন্যটীতে গমন করেন।

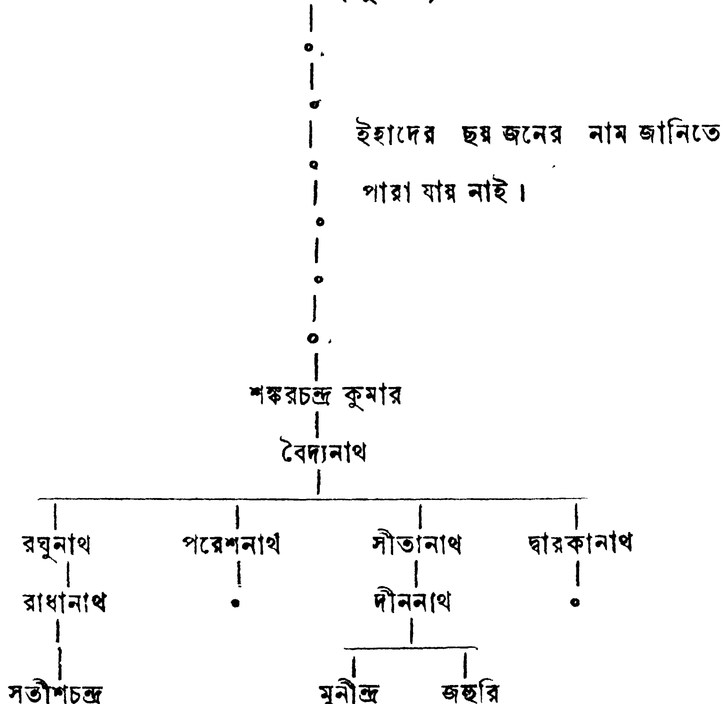
কুমারপাড়া রায় মহাশয়গণের বংশ।

কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ কঙ্কেশ্বর মহাদেব ও শ্রীশ্রী৺ মনসাদেবী। কুমারপাড়ার আদিপুরুষ ভরতরাম রায়ের পুত্র (৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন) দুর্লভ প্রসাদ রায়—ইনি শক্তিগড় ষ্টেসনের নিকট কোঙরপাড়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

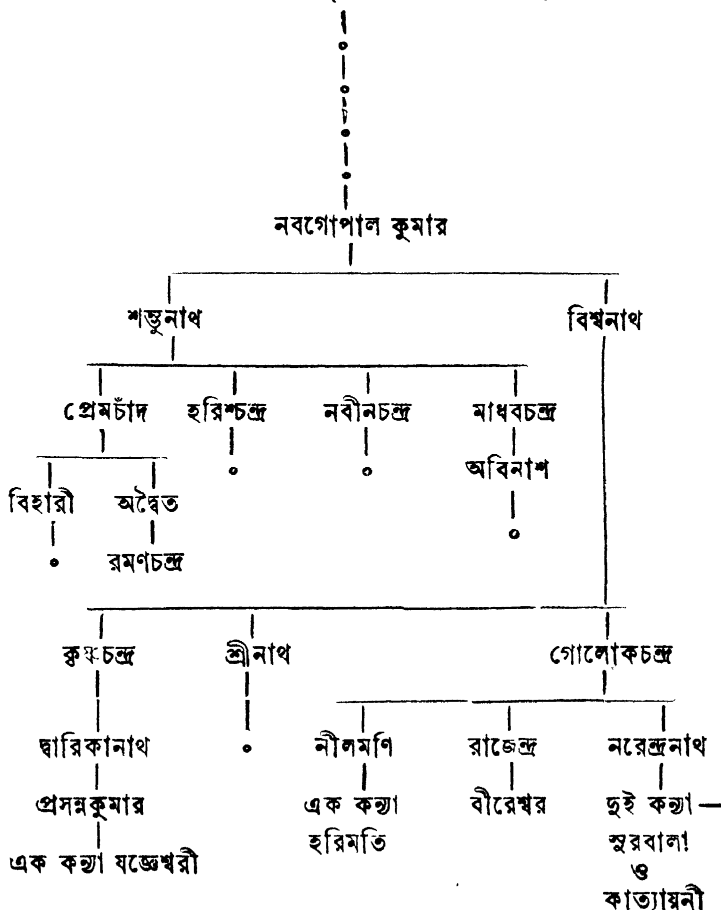
- দুর্লভ প্রসাদ রায়
  - শ্রীরামচন্দ্র রায়
    - তিলকরাম
    - সহস্ররাম
      - বাহুদণ্ড
        - কৃষ্ণদাস
          - কাশীনাথ
            - রামগোপাল
              - রুক্মিণীকান্ত (০)
              - রমাকান্ত
                - রাজবল্লভ
                  - জহুরি
                    - রাধাগোবিন্দ
                - রামেশ্বর (০)
                - হলধর (০)
              - রামচন্দ্র (০)
              - রামতনু (পর পৃষ্ঠা দেখুন)
            - বাবুরাম
              - রামসুন্দর
                - কাশীনাথ
                  - দীননাথ
                    - সারদা
                      - নিমাই
                    - বরদা
                      - কানাই
                - ভৈরব
                  - শ্রীমন্ত
                    - কার্ত্তিক
                  - রামদয়াল
                    - রাধিকাপ্রসাদ
                      - নিমাই
    - কেবলরাম (০)
    - গিরিধর
    - শিশুরাম


রামতনু [পূর্ব্বপৃষ্ঠা দেখুন]
ঠাকুরদাস
কৃষ্ণদাস
জয়চাঁদ
নবকুমার
রামরতন
শ্রীরামচন্দ্র
যজ্ঞেশ্বর
রামধন
রামদয়াল
দীনদয়াল
কালিদাস
হারাধন
বিনোদ
তুলসীদাস
শম্ভুচন্দ্র
রামময়
রাধিকাপ্রসাদ
রাখালদাস
আদিদেব
হরিনারায়ণ
রাধাগোবিন্দ
দোলগোবিন্দ
ভূপতি
পশুপতি
নিতাই
গজানন
রামনারায়ণ
নরনারায়
উমাচরণ
সাধুচরণ
বামাচরণ
হরিদাস
অশ্বিনীকুমার
জয়ন্তীকুমার

কাঁকসা বংশের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাত পুত্রের মধ্যে জনৈক পুত্র শক্র ভাল রায় (কুমার) ইহার বাস বিলাসপুর, পানাগড় ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল।

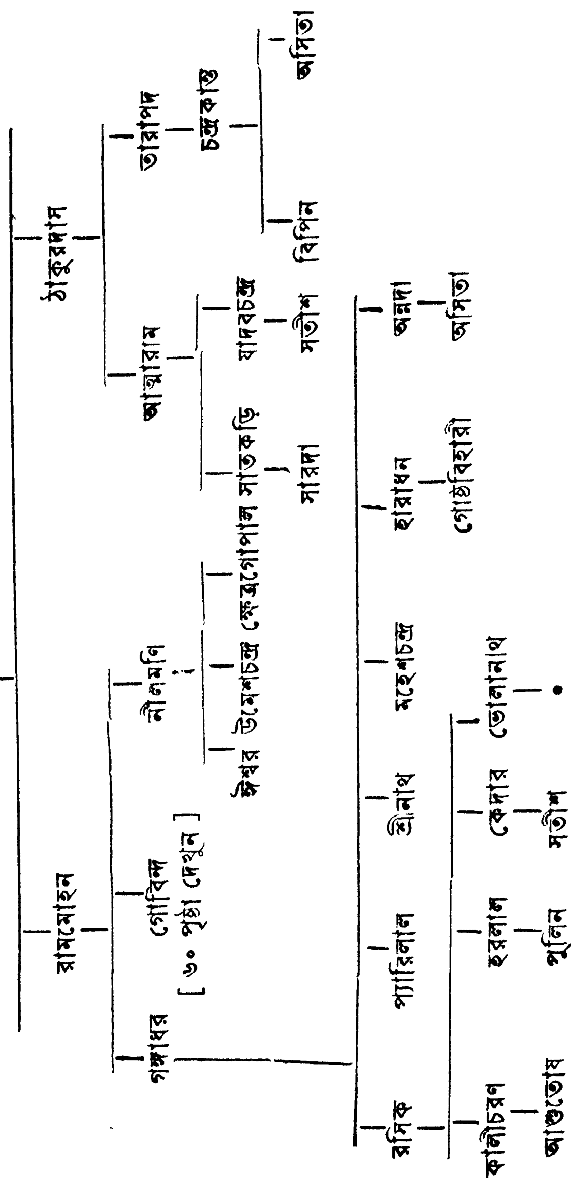


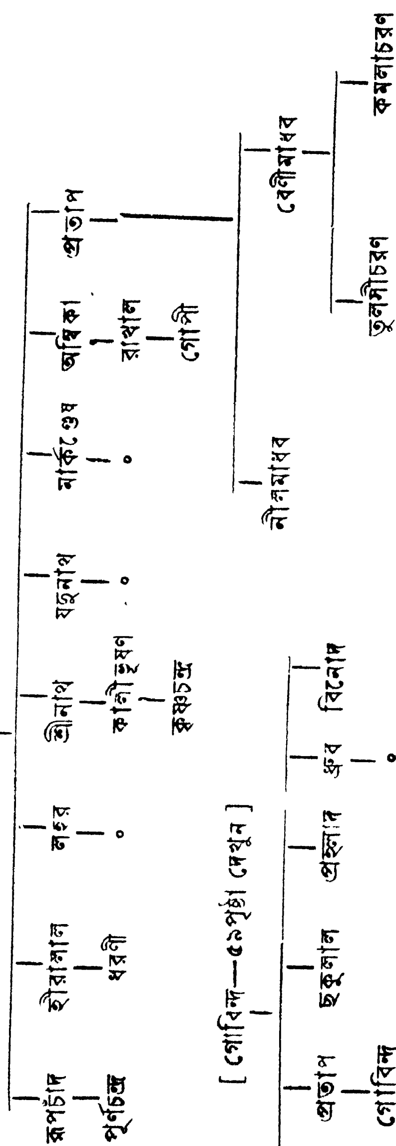
হুগ্‌লি জেলার ধনেখালি থানার অধীন বড়সড়া গ্রামের জনৈক কাঁকসা বংশীয় কুমারের অর্থাৎ কলিকাতা ঠাকুরদাস পালিতের লেন ১৩নং বাটীর মালিক শ্রীযুক্ত নীলমণিকুমার মহাশয়ের বংশের পরিচয়।



কাঁকসা—ভোঁপুর—জেলা হুগ্‌লি, থানা পাণ্ডুয়ার অধীন বৈঁচি গ্রামের দুই মাইল পশ্চিম ভোঁপুর গ্রামে কাঁকসা বংশের জনৈক ৺কুঞ্জবিহারী কুমার মহাশয় বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি রাজা প্রতাপাদিত্যের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রের বংশ তাহা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই ও তাহা জানা সম্ভব না হওয়ায় আমরা ৺কুঞ্জবিহারী কুমার মহাশয়কে ভোঁপুরের কাঁকসা বংশের আদিপুরুষ বলিয়া ধৃত করিলাম।

- কুঞ্জবিহারী কুমার
  - বন্দিরাম
    - রামনৃসিংহ
      - কনক নারায়ণ
        - নিমাই
          - নবকুমার
            - অবিনাশ
            - লালবিহারী
              - নিরঞ্জন
              - নিরীক্ষণ
                - তারাপদ
            - কুঞ্জবিহারী
            - মাখন
            - অটল
            - দেবেন্দ্র
          - ষষ্ঠীদাস
            - কেদার
            - কুঞ্জলাল
              - সতীশ
              - জ্যোতিষ
        - স্বরূপ
          - কার্ত্তিক
            - ভূধর
              - শচীন্দ্র
            - সুধীর
              - পুত্র
        - মধুসূদন [৬০ পৃষ্ঠা দেখুন]
  - রামহরি
    - কালাচাঁদ
      - রামচরণ
        - রাজনারায়ণ
        - নবীনচন্দ্র
          - ০
      - গোপালচন্দ্র
        - যজ্ঞেশ্বর
          - অমৃত
          - কিষণ
          - গগন
      - দীননাথ
        - মতিলাল
          - উপেন্দ্র
  - জয়নারায়ণ [৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন]


জয়নারায়ণ [৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন]
রামমোহন
ঠাকুরদাস
গঙ্গাধর
গোবিন্দ
[৬০ পৃষ্ঠা দেখুন]
নীলমণি
আত্মারাম
তারাপদ
চন্দ্রকান্ত
বিপিন
অমিতা
ঈশ্বর
উমেশচন্দ্র
ক্ষেত্রগোপাল
সাতকড়ি
সারদা
যাদবচন্দ্র
সতীশ
রসিক
প্যারিলাল
শ্রীনাথ
মহেশচন্দ্র
হারাধন
গোষ্ঠবিহারী
অন্নদা
অমিতা
কালীচরণ
আশুতোষ
হরলাল
পুলিন
কেদার
সতীশ
ভোলানাথ


মধুসূদন [৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন]
রূপচাঁদ
পূর্ণচন্দ্র
হীরালাল
ধরণী
অভয়
শ্রীনাথ
কালীভূষণ
কৃষ্ণচন্দ্র
যদুনাথ
মার্কণ্ডেয়
অম্বিকা
রাখাল
গোপী
প্রতাপ
নীলমাধব
বেণীমাধব
তুলসীচরণ
কমলাচরণ
[গোবিন্দ—৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন]
মতিলাল
প্রতাপ
গোবিন্দ
ছকুলাল
প্রহ্লাদ
ধ্রুব
বিনোদ
গোষ্ঠ
প্রিয়নাথ
চন্দ্র

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

করণীয় পাঁচ সমাজ ঘরের বিবরণ।

[১। ওড়ম্বর, ২। খটম্বর, ৩। প্রতিহার, ৪। কির্ণাহার, ৫। বৈঁইচে, ৬। শিমুনাগ বা শুস্‌নে। প্রতিহার ও কির্ণাহার এই দুই ঘরে এক ঘর]

১। ওড়ম্বর।

জেলা বর্দ্ধমান, থানা আউস্ গ্রামের অধীন ওড়গ্রামের মধ্যে ওড়ম্বর বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ত্রৈলোক্যতারিণী দশভুজা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই বংশের গোত্র কাশ্যপ।

আদিপুরুষ—গদাধর রায়—ইহার বংশধর জেলা বর্দ্ধমান রায়না থানার অধীন বান্দ্‌গাছা ও বোলপুর গ্রামে বাস করেন।

|
পীতাম্বর
|
মহেশচন্দ্র
|
রামনারায়ণ
|
এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে

২। খটম্বর।

জেলা বীরভূম থানা শুড়ির অধীন খট্টাংগ গ্রামে খটম্বর বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺কালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই বংশের গোত্র শাণ্ডিল্য।

আদিপুরুষ—জয়গোপাল রায়
|
রঘুনাথ
|
নরেন্দ্র
|
ভোলানাথ
|
সারদা
|
রামচন্দ্র
|
প্রতাপচাঁদ
|
নীলাম্বর

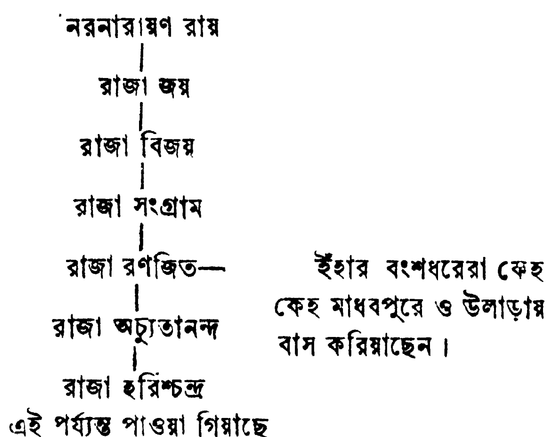
এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

৩। প্রতিহার।

জেলা হুগলি থানা আরামবাগের (যাহানাবাদ) অধীন ধুলেপুর গ্রামে প্রতিহার বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺কেলেসোণা ঠাকুর জিউ প্রতিষ্ঠিত।

গোত্র—কাশ্যপ।

আদিপুরুষ—নরনারায়ণ রায়—এই বংশের অনেকেই গোহালডাঙ্গা, জীবটে, দেশরা, আমদহি ও অন্য স্থানে বাস করেন।

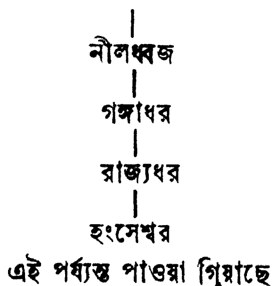


৪। কির্ণাহার।

(কুরনারায়ণ)

জেলা বীরভূম থানা লাবপুরের অন্তর্গত কির্ণাহার বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺কালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। গোত্র—আলিম্যান।

আদিপুরুষ—ভবানন্দ রায়



৫। বৈঁইচে।

জেলা বর্দ্ধমান থানা কাটোয়ার অধীন বৈঁইচে গ্রাম। এই গ্রামে কোন বৈঁইচে বংশের বাস নাই। উক্ত গ্রাম জাগেশ্বরডিহির সীমানার উত্তর, পিণ্ডিরার দক্ষিণ, ও বেলগ্রামের পূর্ব্ব। এই বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺অভয়াদেবী। এই দেবী অজয় নদের দক্ষিণ কাটোয়া থানার অধীন আতঙ্কল গ্রামে স্থাপিতা।

গোত্র—মৌদ্গল্য।

আদিপুরুষ—জগদ্বন্ধু রায়——এই বংশের জনৈক মন্তেশ্বর থানার অধীন কালুই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায়ের পরিচয় দেওয়া হইল।

|

রাধারমণ

|

রামকৃষ্ণ

|

বিশ্বেশ্বর

এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

——o——

৬। শিশুনাগ বা শুশ্‌নে।

জেলা বর্দ্ধমান থানা মন্তেশ্বরের অধীন শুশ্‌নেগ্রাম। এই গ্রামে কোন শুশ্‌নে বংশের বাস নাই। উক্ত গ্রামে উক্ত বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺তারাখ্যা দেবী আছেন।

গোত্র—মৌদ্গল্য।

আদিপুরুষ—বিশ্বেশ্বর রায় (খাঁন)

|

জগন্নারায়ণ

|

গঙ্গানারায়ণ

|

বলিয়ার

আর পাওয়া যায় নাই।

এই বংশধরেরা অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে বাঘাসন, নারাগোহাল, কালুই, ইন্দ্রপুর, ভাণ্ডারডিহি, কুলী,, হাটগাছা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিয়াছেন।

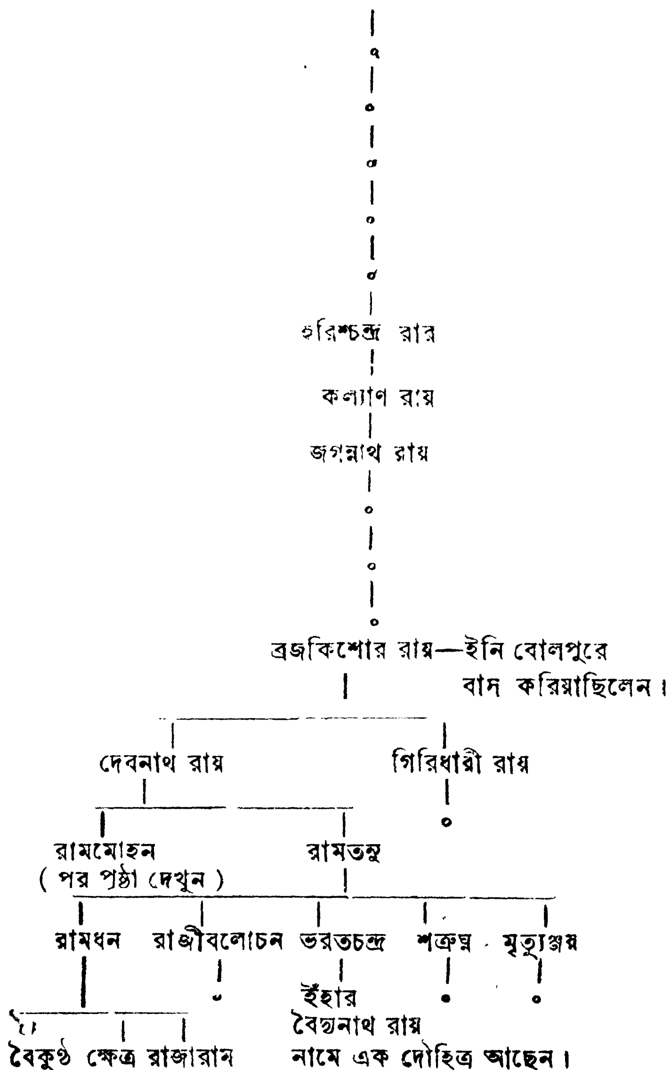
——o——

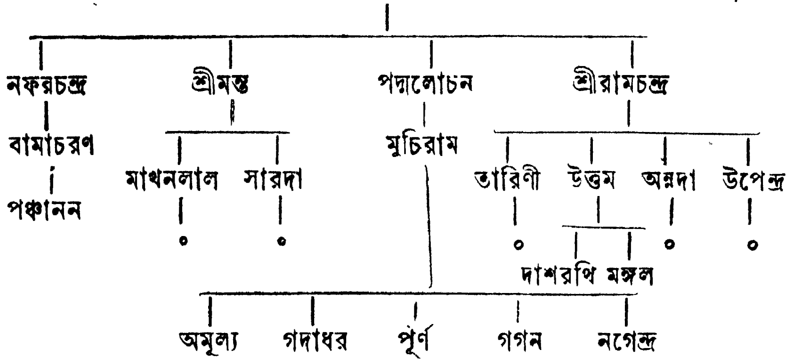
বোলপুর—রায়বংশ—ওড়ম্বর।

জেলা বৰ্দ্ধমান থানা রায়নার অধীন কল্যাণপুর ওরফে বান্দ্‌গাছা, এবং বোলপুর গ্রামের রায়বংশের পরিচয়।

কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ত্রৈলোক্য তারিণী ও শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় ঠাকুর-জীউ—ইঁহারা বান্দ্‌গাছা গ্রামে আছেন।

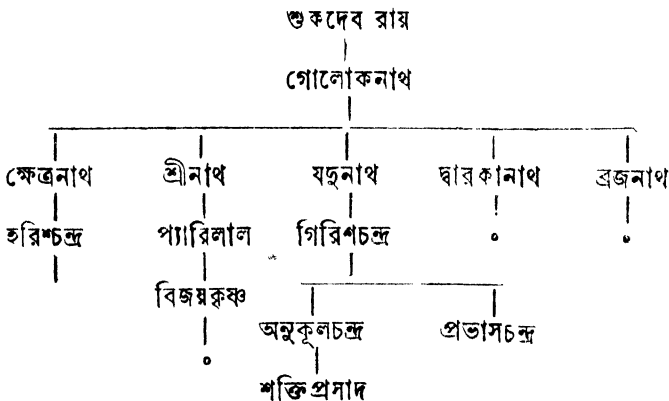
আদিপুরুষ—গদাধর রায়—গোত্র কাশ্যপ।





উলাড়া গ্রামের প্রতিহার বংশ ।

জেলা বর্দ্ধমান থানা সাতগেছিয়ার অধীন উলাড়া গ্রামের জনৈক প্রতিহার বংশের বিবরণ। উলাড়া গ্রামের প্রথম পুরুষ—শুকদেবরায়—ইনি রাজা রণজিত রায়ের বংশ।



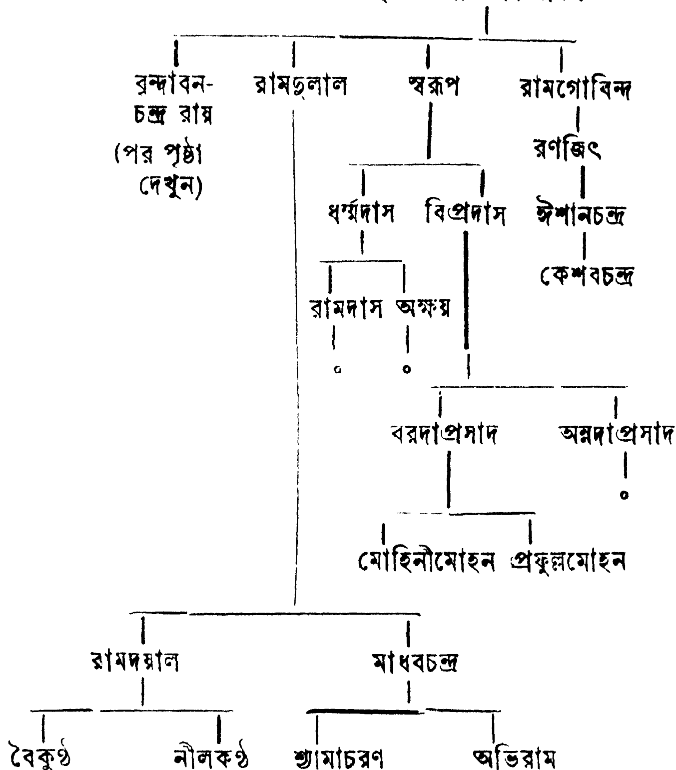
আমদহি গ্রামের প্রতিহার বংশ।

জেলা বাকুণ্ডা, থানা কোতুলপুরের অধীন আমদহি গ্রামের প্রতিহার বংশের বিবরণ।

কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺কেলেসোণা ঠাকুর।

গোত্র— কাশ্যপ।

আমদহি গ্রামের আদিপুরুষ —হরিচরণ রায়।



বৃন্দাবন চন্দ্ররায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখুন)

- রামকমল
  - নিধিরাম
    - রজনী
      - হংস
    - ভূষণ
    - ভুবন
    - নিতাই
- বদনচন্দ্র
  - মধুসূদন
    - হেমচন্দ্র
      - অবিনাশ
  - কৈলাস
    - রাখাল
      - মন্মথ
    - গগন
      - বিমল
- রামতনু
  - রামনাথ
    - সুরেন্দ্র
    - দেবেন্দ্র
  - রামলাল
    - উপেন্দ্র
- রামচন্দ্র
  - রাধারমণ
    - নলিনাক্ষ
      - কুমারপ্রসাদ
      - শান্তিপ্রসাদ *
  - রাসবিহারী
    - অনুকূল
      - কালীপদ
    - অতুল
    - অমূল্য
    - অনিল
    - অসিতবরণ
    - অবনী
  - অটল
    - যামিনী
    - সজনী
    - ধরণী
  - মহানন্দ

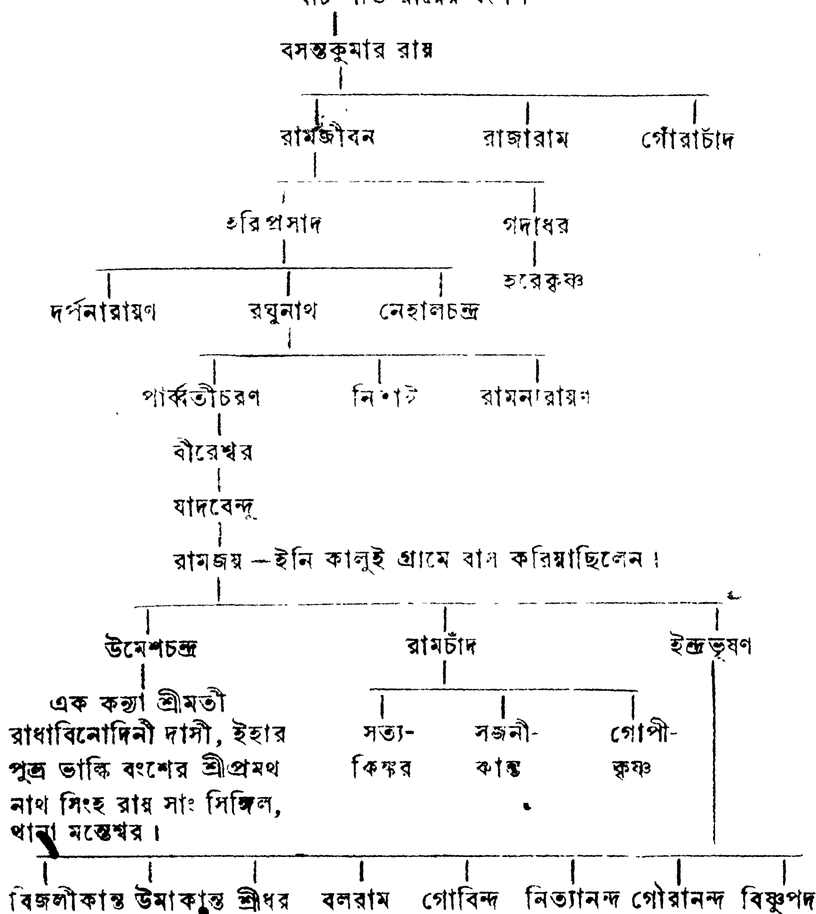
কালুই গ্রামের বৈঁইচে বংশ।

জেলা বর্দ্ধমান থানা মন্তেশ্বরের অধীন কালুই গ্রামের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বংশের বিবরণ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা থানার অধীন পিণ্ডিরাগ্রামে উক্ত রায় মহাশয়ের পিতামহ ৺যাদবেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাস ছিল। তাঁহার পুত্র রামজয় ভূমিষ্ঠ হইবার পর তৃতীয় দিবসে মাতৃহীন ও পঞ্চম দিবসে পিতৃহীন হইলে কালুইগ্রামে মাতুলালয়ে আনীত হইয়া তথায় প্রতিপালিত হন ও বাস করেন। ইঁহাদের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺অভয়া দেবী।

আদিপুরুষের নাম জানা নাই। বাচস্পতি রায় মহাশয়েরা চারি সহোদর ছিলেন। এই বংশের কেহ কেহ হাজরা উপাধি ধারণ করেন। ১। বাচস্পতি রায়, ২। ভরতচন্দ্র রায় হাজরা, ৩। মধুসূদন রায়, ৪। সদাশিব রায়।

বাচস্পতি রায়ের বংশ।



নবম পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা রাজা কালু ঘোষ।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরের এক মাইল দক্ষিণে নীলপুর নামে গ্রাম অবস্থিত। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তথায় কালুঘোষ নামক কোন ধার্ম্মিক এবং প্রভাবশালী বৈশ্য রাজা বাস করিতেন। তিনিই বঙ্গের মৌলিক সদ্‌গোপ জাতির আদিপুরুষ বলিয়া প্রথিত। ইঁহার সাত পুত্র। তন্মধ্যে কোন এক পুত্র স্বীয় কন্যা শৈব্যাকে (শৈলবালাকে) পূজনীয় ভল্লুপাদ রাজাকে সম্প্রদান করেন। শৈব্যার পিতা বর্দ্ধমান জেলার আউস গ্রাম থানার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামে বাস করিতেন। পরে তিনি বৈদ্যনাথধামে গমন করিয়া তথায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কালুঘোষের পৌত্রী শৈব্যার সহিত রাজা ভল্লুপাদের বিবাহ হওয়ায় দেবীপুর-বাসী কালুর বংশধরগণ রায় উপাধিতে মণ্ডিত হন।

মৌলিক সদ্‌গোপগণের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ।

দেবীপুরের রায় মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ কালিকাপুরে, মৌথুরে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সদ্‌গোপ মধ্যে সংমৌলিক বলিয়া পরিচিত। ভল্লুপাদ রাজবংশের শেষ রাজা বৈদ্যনাথ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে তাঁহার বংশধরেরা দুরবস্থাপন্ন হওয়াতে অভাব হেতু ক্রমে অপর মৌলিক সদ্‌গোপের সহিত আদান প্রদান দ্বারা মিলিত হইতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে দেবীপুরের রায়বংশভিন্ন অন্য মৌলিক সদ্‌গোপের সহিত রাজা ভল্লুপাদের বংশ-ধরগণের সম্বন্ধ ছিল না।

পূর্ব্বকুল ও পশ্চিমকুল।

রাজা মহেন্দ্র সদ্‌গোপ জাতির সমাজ বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন দেখিয়া আপন গুরুর পরামর্শে উক্ত জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র যে সকল আর্য্য সদ্‌গোপদিগকে আপন সমাজভুক্ত করেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই বাস গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল।

তাঁহারা অভিমান বশতঃ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ধনে, মানে, বিদ্যায়, ধর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে ও রাজসংসারে উচ্চপদস্থ ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া আপনাদের কুলপুরোহিতদিগের উপদেশানুসারে ও তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া, কৌলিন্য স্থাপন করত, রাজা মহেন্দ্রের গঠিত সমাজের সহিত একবারে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ইঁহাদিগের বাস এবং রাজা মহেন্দ্রের গঠিত সমাজের পূর্ব্বদিকে বাস করেন বলিয়া ইঁহারা পূর্ব্ব-কুল নামে খ্যাত। এইকুল সম্বন্ধে ভিন্ন রূপ আর একটি গল্প আছে। যতদূর জানা গিয়াছে, দামোদর নদের পূর্ব্বপারে কোন পূর্ব্বকুল সদ্‌গোপের বাস নাই। যাঁহারা রাজা মহেন্দ্রের সমাজভুক্ত ছিলেন ও গঙ্গার পশ্চিম পারে, পূর্ব্বকুল হইতে অনেক পশ্চিমে (বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার মধ্যস্থলে) বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা পশ্চিমকুল বলিয়া খ্যাত। সেই সময় হইতে উভয় কুলে আদান প্রদান রহিত হইয়া সামাজিক কার্য্যে "খাই ভুজ্জি" রহিত হইয়াছিল, এক্ষণে উভয় কুলের কুলীন মৌলিকে কতক কতক "করণ কারণ" চলিতেছে, কিন্তু শুনা যায়, উভয় কুলের কুলীনে কুলীনে এখন পর্য্যন্ত আদান প্রদান হয় নাই। পূর্ব্বকুল ও পশ্চিমকুল সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প আছে। সদ্‌গোপ জাতির কৌলিন্যপ্রথা রাজা মহেন্দ্রের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক হয় নাই।

পূর্ব্বকুলের কুলীন।

পূর্ব্বকুলের কুলীনদিগের উপাধি ১। সুর, ২। নিয়োগী, ৩। বিশ্বাস।

পূর্ব্বকুলের মৌলিক।

পূর্ব্বকুলের মৌলিকদিগের উপাধি ১। ঘোষ, ২। পাল, ৩। মৌলিকবিশ্বাস, ৪। চৌধুরী, ৫। সরকার। হুগলী জেলার অধিকাংশ পূর্ব্বকুল সদ্‌গোপগণ আলতরা, নবগ্রাম, হয়েড়া, বেগমশর, আয়নান, পাওনান, মালিপাড়া বেগমপুর প্রভৃতি গ্রামনিচয়ে বাস করেন।

পশ্চিমকুল মৌলিক সদ্‌গোপবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মহাত্মা রাজা কালু ঘোষ স্বীয় বংশের আদান প্রদান জন্য সদাচারসম্পন্ন অপর তিনটী বৈশ্য বংশের সহিত সম্মিলিত হইয়া মৌলিক সদ্‌গোপ জাতির সমাজ

সংগঠিত করেন, তদবধি চারিটী মূল মৌলিক সদ্‌গোপ ঘর চলিয়া আসিতেছে। যথা ১। নীলপুরের ঘোষ, ২। আলুটের পাল, ৩। বৰ্দ্ধমানের কোলে, ৪। করোওয়ার ভৌমিক (ভূই)।

শেষোক্ত বংশের অধিকাংশের বাস মেদিনীপুর জেলার মধ্যে। অপর তিন ঘরের বাস নানাস্থানে। এক্ষণে নীলপুরে কোন ঘোষ বংশের এবং নিজ বৰ্দ্ধমানে কোন কোলে বংশের বাস নাই। এই সকল মৌলিক বংশ অনেকেই বিভিন্ন কর্ম্ম বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বহস্তে হল চালন করেন নাই ও এখনও করেন না, সদাচার ও নিষ্ঠাবান্ এবং প্রায়ই কুলীন সদ্‌গোপদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সৎমৌলিক কহে। সৎমৌলিকের মধ্যে অনেকেই রায়, হাজরা ইত্যাদি উপাধি-ধারী যথা :—দেবীপুর, মৌখুর ও কালিকাপুরের রায়, আলুটের পাল, সুনুড়ের হাজরা, পলাসনের হাজরা ও পাঁজা, পেয়াসাড়া ও সুকুলের সরকার, বৰ্দ্ধমানের কোলে, বড়োওয়ার মজুমদার ইত্যাদি। কোন কোন স্থানে অনেক রায় উপাধি-ধারী সৎমৌলিকও আছেন।

কোঙর (কুমার) ও রায় উপাধিধারী কতকগুলি বংশ আছেন, তাঁহারা স্বহস্তে হল চালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে "বড়ের থাক" বলিয়া থাকে। বাড়ে গ্রাম পানাগড়ের দক্ষিণ দামোদর নদের তীরবর্ত্তী। কালচক্রে ইঁহারাও শিক্ষিত ও উন্নতিশালী হইলে সৎমৌলিক ও কুলীন সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকারের নিবেদন।

সদ্‌গোপ কুলীন সংহিতা প্রকাশিত হইল। ১৩২০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ হইতে আমি ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া দেড় বৎসরের উর্দ্ধকাল শয্যাগত ছিলাম এবং আদৌ ভাবি নাই যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিব। ১৩২০ সালের ২৮শে বৈশাখ ইহা বর্দ্ধমান প্রেসে দেওয়া হয় কিন্তু উক্ত প্রেস মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত করিতে পারে নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল ৺ কাশীধামে অবস্থান করিবার মানসে ১৩২২ সালের ৩রা শ্রাবণ আমি ৺কাশীধামে যাত্রা করি। সেই সময়ে কলিকাতা মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে পুস্তক খানির অবশিষ্ট অংশ পাঠাইয়া দিই এবং তথা হইতেই ইহার মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কবিতানুবাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, গোপালগঞ্জ নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামতারণ দ্বিবেদী মহাশয়, এবং বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত জানকীরাম হাজরা মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মগণ মৎসাহায্যে সমধিক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

সদ্‌গোপ-সংহিতা প্রকাশিত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৩২১ সালের ১১ই আষাঢ় তারিখে, আমার বন্ধুপ্রবর "কবিতা কথা", "বেদে সাকার দেবতা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ইন্দাশ নিবাসী স্বর্গীয় রামদাস হাজরা মহাশয় অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই সদ্‌গোপ-সংহিতা প্রকাশ জন্য তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। যে দিন সদ্‌গোপ সংহিতা প্রেসে দেওয়া হয়, সে দিন তাঁহার আননের প্রফুল্লতা দেখিয়া অতীব আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে না পারিয়া আজ আমার হৃদয় যারপর নাই ব্যথিত হইতেছে। ভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

পরিশেষে, পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, গ্রন্থমধ্যে কোন ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট করিয়া তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাপন করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইব। ইতি।

৺২
১৬ নং পাড়েঘাট। মহাষ্টমী
২৯শে আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

বিনীত নিবেদক-
শ্রীমোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।